NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৩ এসএসকেএম ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সক্রিয় দালাল-চক্র, ধৃত ২

দমদম বিমানবন্দরে বাড়ানো হল আধা সামরিক জওয়ানের সংখ্যা ৩

কলকাতা ২৩ নভেম্বর ২০২৫ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.11.2025, Vol.19, Issue No. 162, 8 Pages, Price 3.00

নৌসেনার তথ্যপাচার, গ্রেপ্তার দুই পাক চর

বেঙ্গালুরু, ২২ নভেম্বর: ভারতের রণতরী এবং নৌসেনার গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি কর্নাটকের উদুপি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রোহিত (২৯) এবং সানত্রী (৩৭)। তাঁরা উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রোহিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সানত্রীর ব্যাপারে জানা যায়। সানত্রীকে একাধিকবার মেসেজ করেছিলেন রোহিত। এমনকী কিছু গোপন তথ্য তাঁর হাতেও তিনি তুলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে গোটা এই চক্রে সানত্রীর ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বর্তমানে রোহিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ রয়েছে, কি না সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, কেরলে থাকাকালীন তিনি কোচিন শিপইয়ার্ড এবং ভারতীয় নৌসেনার গোপন তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পাকিস্তানে পাচার করতেন রোহিত। শুধু তাই নয়, বর্তমানে কর্নাটকে থাকাকালীনও তিনি সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর এই কার্যকলাপ প্রথম নজরে আসে উদুপি কোচিন শিপইয়ার্ডের সিইও-র। এরপরই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই রোহিতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কার্যকর কেন্দ্রের নয়া শ্রম আইন

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর: দেশের একেক রাজ্যে একেক রকম শ্রম আইন। এক এক রাজ্যে শ্রমিকদের এক এক রকম বেতন। আলাদা রাজ্যে আলাদা নিয়মে বেতন কাঠামো, একই সংস্থায় কাজ করেও রাজ্যভিত্তিতে শ্রমের পরিমাণ এবং পারিশ্রমিক আলাদা। শ্রমিকদের নিরাপত্তার আলাদা বিধি। এসব জটিলতা কাটাতে নতুন শ্রম আইন চালু করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ৪৪টি আলাদা আলাদা শ্রম আইনকে সংগঠিত করে চারটি শ্রম কোড চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয় নতুন শ্রম আইনে। সেই শ্রম আইন এবার কার্যকর হয়ে গেল।

নয়া শ্রমবিধি অনুযায়ী, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ বাধ্যতামূলক। তবে সেটা ৪ দিন ৫ দিন বা ৬ দিনে হতে পারে। নতুন শ্রমবিধিতে, ৯-১২ ঘণ্টার শিফট করতে হতে পারে কর্মচারীদের (আগে ছিল ৮-৯ ঘণ্টা)। যাঁরা দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ করবেন, তাঁরা সপ্তাহে তিনদিন ছুটি পাবেন। এর ফলে সাপ্তাহিক কাজের দিন ৪ দিনে নেমে এলেও মোট কর্মঘণ্টার কোনও পরিবর্তন হবে না। এছাড়া প্রতি পাঁচ ঘণ্টা টানা কাজের পর ৩০ মিনিট বিরতি নেওয়া যাবে। নয়া বিধিতে মহিলারা নাইট শিফট করতে পারবেন। মহিলাদের সমবেতন ও সমসম্মান নিশ্চিত করা হবে। কর্মীদের ত্রৈমাসিকে ওভারটাইমের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ ঘণ্টা থেকে বেড়ে হতে পারে ১২৫ ঘণ্টা। ওভারটাইমের বেতন সাধারণ বেতনের দ্বিগুণ হতে হবে। ফিক্সড টার্মে যে সব কর্মীরা নিযুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি কার্যকর হবে কর্মজীবনের ১ বছর পর থেকেই। যা আগে ছিল ৫ বছর। কোনও কর্মীকে ছাঁটাই করলে ২ দিনের মধ্যে তাঁর সব প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হবে।

‘ভারতের অখণ্ড মানবতার নীতি সুষম বৃদ্ধিরই মডেল’

জোহানেসবার্গ, ২২ নভেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী জোহানেসবার্গে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জি-২০-র সদস্য দেশগুলিকে এই বিষয়ে উৎসাহ দেন তিনি। উল্লেখ্য, আফ্রিকায় এই প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই মঞ্চ দাঁড়িয়ে মোদী বলেন, যেসব অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে সম্পদের বঞ্চনার শিকার এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে তাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

উল্লেখ্য, শনিবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে শুরু হওয়া দু’দিনের জি২০ সম্মেলন বয়কট করেছেন ট্রাম্প। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামফোসার সাম্প্রতিক কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এ অবস্থায় ট্রাম্পের অনুপস্থিতিতে মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে একজোট হওয়ার বার্তা দিলেন মোদী। উল্লেখ করলেন ফেন্টানিলের প্রসঙ্গও। যদিও কোনও দেশের নাম আলাদা করে উল্লেখ করেননি তিনি। তবে ফেন্টানিল প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী চিনকেও ঘুরিয়ে বার্তা দিতে চাইলেন কি না, তা নিয়ে কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে জনমানসে।

নিজের বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থিক বৃদ্ধি হলে কেউ পিছনে পড়ে থাকে না’। মোদী আরও দাবি করেন, ভারতের অখণ্ড মানবতার নীতি সুষম বৃদ্ধির এক মডেল। মহাদেশ জুড়ে জ্ঞান, দক্ষতা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনটি প্রধান প্রস্তাব দেন তিনি। যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি, আফ্রিকার যুবদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং মাদক-সন্ত্রাসের মোকাবিলা।

প্রসঙ্গত, আফ্রিকার মাটিতে প্রথম জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় জোহানেসবার্গ পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেখানে পৌঁছেই অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারেন তিনি। দুই দেশের সুসম্পর্কের উপর জোর দিয়ে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।

দু’দশকে প্রথম, নীতীশ-হীন স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজেপির হাতে

পাটনা, ২২ নভেম্বর: বিহারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়তে হল মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। মাঝের কয়েক মাস বাদ দিলে ২০০৫ সাল থেকে একটানা বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে রয়েছেন নীতীশই। কিন্তু প্রবীণ এই জেডিইউ নেতা যে জোটেই থাকুন না কেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর বরাবর তাঁর হাতেই থেকেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিহার মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিহারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পাচ্ছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরি।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হাতেও অবশ্য একাধিক দপ্তর থাকছে। তিনি সামলাবেন সাধারণ প্রশাসন, মন্ত্রিসভা সচিবালয় এবং নজরদারি দপ্তরের দায়িত্ব। এর পাশাপাশি কোনও দপ্তর মন্ত্রীবিহীন থাকলে, তার দায়িত্বও সামলাবেন নীতীশ। আরজেডি আমলের ‘জঙ্গলরাজ’ হটিয়ে বিহারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুস্থিত করার কৃতিত্ব দাবি করেন নীতীশ। দুই দশক পরেও নীতীশের ভোটে জেতার অন্যতম হাতিয়ার এই ‘সুশাসনবাবু’

ভাবমূর্তিই। কিন্তু খাতায়কলমে মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্য হলেও নীতীশের হাতে সেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরই আর থাকছে না।

বিহারের আর এক উপমুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির বিজয়কুমার সিন্‌হা পেয়েছেন রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার, খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তরের দায়িত্ব। বিজেপির মঙ্গল পাণ্ডে জোড়া দায়িত্ব সামলাবেন। স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আইন দপ্তরের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। প্রাক্তন আরজেডি নেতা, অধুনা বিজেপি বিধায়ক রামকৃপাল যাদবকে কৃষিমন্ত্রী করা হচ্ছে। আর এক বিজেপি বিধায়ক দিলীপ জয়সওয়াল পাচ্ছেন বাণিজ্য দপ্তরের দায়িত্ব।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর হারালেও অর্থ দপ্তর নীতীশের দলের হাতে থাকছে। বিহারের নতুন অর্থমন্ত্রী জেডিইউ বিধায়ক বিজেন্দ্রপ্রসাদ যাদব। তা ছাড়াও শক্তি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, খাদ্য ও ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পাচ্ছেন তিনি। নীতীশ-ঘনিষ্ঠ জেডিইউ বিধায়ক বিজয় চৌধরি আবাসন, জলসম্পদ এবং পরিষদীয় দপ্তরের দায়িত্ব সামলাবেন। গ্রামোন্নয়ন এবং পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেডিইউ-র শ্রোয়ান কুমারকে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব পাচ্ছেন জেডিইউ-এর অশোক চৌধরি।

বিভিন্ন সংবাদসংস্থা সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, বিহারের শাসকজোট এনডিএ-র বৃহত্তম শরিক (প্রাপ্ত আসনের নিরিখে) বিজেপি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে। এই দপ্তর নিয়ে নীতীশের দল জেডিইউ-এর সঙ্গে তাদের দর কষাকষি চলছে বলেও শোনা গিয়েছিল। শেষমেশ বিহারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজেদের হাতেই রাখল বিজেপি।

কোথাও মৃত্যু, কোথাও কান্না, কাঠগড়ায় কমিশন

আত্মহননে রিপোর্ট তলব সিইওর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ায় এক বুথ লেভেল অফিসারের মর্মান্তিক আত্মহত্যার পর ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে নির্বাচন দপ্তর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে অবিলম্বে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন। কেন এবং কী পরিস্থিতিতে ওই কর্মীর মৃত্যু ঘটল, তা দ্রুত জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নদিয়ার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিককে।

শনিবার কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলায় ৫১ বছরের রিঙ্কু তরফদার গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। সকালে তাঁর দেহ ঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে এসেছে একটি সুইসাইড নোট, যেখানে কাজের চাপে ভেঙে পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। নোটে লেখা-বিএলও-র দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে প্রশাসনিক চাপ বাড়বে, এবং সেই চাপ তিনি আর সহ্য করতে পারবেন না। নিজের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনের কাজের ধরনকেই দায়ী করেছেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার পিছনে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও প্রযুক্তিগত চাপই প্রধান কারণ বলে উঠে আসছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানতে এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে সিইও-র নির্দেশে জেলাশাসকের রিপোর্ট এখন জরুরি হয়ে উঠেছে।

আর কত প্রাণ যাবে, প্রশ্ন ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যা কৃষ্ণনগরের মহিলা বিএলও-র। মৃত বিএলও-র নাম রিঙ্কু তরফদার, বয়স ৫৪ বছর। তিনি নদিয়ার চাপড়ার বাঙ্গালঝি স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পার্শ্ব শিক্ষক ছিলেন। চাপড়া ২ পঞ্চায়েতের ২০১ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন রিঙ্কু দেবী। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার ষষ্ঠী তলায় থাকতেন। শুক্রবার রাতে বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। শনিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ঘর থেকে। পুলিশ সূত্রে খবর, তার কাছ থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে এবং তাতে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করা হয়েছে। ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুইসাইড নোটে বিএলও লিখে যান তিনি এসআইআর-এর ৭৫ শতাংশ কাজ সেরে ফেলেছেন। অফলাইনের কাজ প্রায় শেষের পথে কিন্তু অনলাইনে সেভাবে তিনি পারদর্শী নয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ ছিল তার ওপর। মৃত বিএলও-র অভিযোগ, স্থানীয় বিডিও সুপারভাইজারকে তাঁর সমস্যার কথা বলেও কাজ হয়নি। সুইসাইড নোটে রিঙ্কু লিখে গিয়েছেন, বিএলও-র কাজ সামলাতে না পারলে প্রশাসনিক চাপ আরও বাড়বে, আর সেটা আর মানসিকভাবে সহ্য করা সম্ভব নয়। নিজের মৃত্যুর জন্য তিনি স্বামী বা মেয়েকে নয়, পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছেন। লিখেছেন যে, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন, কিন্তু অমানবিক কাজের চাপ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তাই এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স-এ শোকপ্রকাশের পাশাপাশি ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আজ কৃষ্ণনগরে আরও একজন বিএলও, যিনি একজন পার্শ্বশিক্ষিকা, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি তাঁর নোটে নির্বাচনী কমিশনকে দোষারোপ করেছেন। আর কত প্রাণ যাবে? এই এসআইআর-এর জন্য আরও কতজন মারা যেতে হবে? আমরা আর কত মৃতদেহ দেখতে পাব?’

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কেরালা,সহ একাধিক রাজ্য থেকেও একই অভিযোগ উঠছে যে এসআইআর,এর অতিরিক্ত চাপ সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এমনকি গুজরাত থেকেও এক বিএলও-র আত্মহত্যার খবর সামনে এসেছে। গুজরাতের গির সোমনাথ জেলার বাসিন্দা অরবিন্দ বাধ, পেশায় শিক্ষক, ২১ নভেম্বর আত্মঘাতী হন। তৃণমূল কংগ্রেসের মতে, তাঁর সুইসাইড নোটেও লেখা ছিল, ‘আমি আর এসআইআর-এর কাজ করতে পারছি না।’ পরিবারের দাবি, ঘোষণার পর থেকেই তিনি মানসিক যন্ত্রণা ও চাপে ভুগছিলেন। সেই হতাশাই তাঁকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

এসআইআর কার্যক্রম নিয়ে দেশজুড়ে বাড়তে থাকা উত্তেজনা, হতাশা এবং প্রশাসনিক চাপের অভিযোগে ক্রমশ প্রশ্নের মুখে পড়ছে পুরো প্রক্রিয়াটি। রাজ্যের রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ কর্মী, সকলের মধ্যেই নজিরবিহীন কাজের চাপে ক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে।

‘কাজের চাপে’ অসুস্থ বিএলও

সুমিতা মুখোপাধ্যায়। পরিবারের সদস্যেরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। কিন্তু কান্নার বাঁধ ভেঙেছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলে চলেছেন, ‘আমি আর পারছি না।’ সুমিতার পরিবার সূত্রে খবর, বিএলও হিসাবে তাঁর ধারাবাহিকতা খারাপ দেখে গত বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। সেখানে অনেক ক্ষণ বসে বসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুমিতা দুষছেন নির্বাচন কমিশনকে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলির পাণ্ডুয়া ব্লকের বাঁটিকা বৈচী গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমপাড়া এলাকার স্কুলশিক্ষিকা বিএলও হিসাবে কাজ করছেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতেরই ৪১ নম্বর বুথে। কিন্তু ১৩০০ এসআইআর ফর্মের মধ্যে মাত্র ৩০০ ‘এন্ট্রি’ করায় স্থানীয় প্রশাসন তাঁকে ‘লো পারফর্মার’ আখ্যা দিয়েছে। উল্টে বিএলওর দাবি, বিডিও অফিসে ডেকে তাঁকে দীর্ঘ ক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি। বাড়ি ফিরেই বাড়ির সকলের সামনে হাউ হাউ করে কাঁদেন সুমিতা। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

খাবারের টেবিলে থালায় ভাত-তরকারি। চেয়ারে বসে অঝোরে কেঁদে চলেছেন বিএলও

কসবার হোটেলে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার কসবা এলাকায় এক হোটেল থেকে উদ্ধার এক যুবকের দেহ। মৃতের নাম আদর্শ লোসালালকা। বছর তেত্রিশের লোসালালকার বাড়ি বীরভূমের দুবরাজপুরে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ন’টার সময় শহরের ওই হোটেলে চেক-ইন করেন দু-জন পুরুষ ও একজন মহিলা। তাঁরা এই ঘর বুক করেছিলেন অ্যাপের মাধ্যমে। এরপর হোটেলে এসে হোটেলের কর্মীদের কাছে সব নথি জমা দেন। যেখানে ছিল আধার কার্ড-সহ প্রয়োজনীয় তথ্যও। তবে এরপর রাত আড়াইটে নাগাদ মৃত যুবকের সঙ্গী ওই পুরুষ ও মহিলা হোটেল

থেকে বেরিয়ে যান বলেই জানান হোটেল কর্মীরা। এরপর সকাল পর্যন্ত ঘরে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। হোটেল কর্তৃপক্ষ বারবার ডাকাডাকি করেও কোনও উত্তর না পেয়ে অবশেষে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। এরপর ঘরে ঢুকতেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় আদর্শকে। নজরে আসে লোসালালকার মাথায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন। আর এর থেকে প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তাঁকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুলিশের নজর এখন মূলত ওই দুই পুরুষ ও মহিলার উপরেই। তাঁদের জমা দেওয়া আধার কার্ড ও মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে খোঁজ শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকেরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। ফরেনসিক সূত্র খুঁজতে আনা হয় পুলিশ কুকুরও। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি রূপেশ কুমার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৭১৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Aparna Roy (old name), W/o. Subrata Roy, R/o. 7, Sarkar Pukur Lane, Telinipara, Bhadreswar, Hooghly-712125, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Aparna Roy নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aparna Mistry Roy নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Aparna Roy & Aparna Mistry Roy W/o. Subrata Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Suridh Roy.

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৩২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Wasim Rahaman S/o. Md Obaidur Rahaman, R/o. Bantika, Boinchi, Pandua, Hooghly-712134, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Wasim Rahaman, Sk Md Owasim Rahman & Mohammad Wasim Rahaman একই ব্যক্তি ও আমার পিতা Md Obaidur Rahaman & Mohammad Obaidur Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১০৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Jahanara Bibi (old name), W/o. Monirul Nayek, R/o. Kotalpur, Mahanad, Polba, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jahanara Bibi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jahanara Bibi Nayek নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Jahanara Bibi & Jahanara Bibi Nayek W/o. Monirul Nayek সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Nayek Mahima Monirul.

AFFIDAVIT

I, **Sonali Daga** D/O Ajay Kumar Daga residing at Bldg- The Empire, Flat-11AB, Tower- 3, 16A, Gurusaday Road, Kolkata-700019, W.B. do hereby declare vide affidavit filed before the Notary Public at Kolkata dated 21.11.2025 that my actual and correct name is Sonali Daga which is recorded in my Passport being No. 9156072 but in my Certificate issued by University of Calcutta vide Registration No. 017-1221-4825-15, my name has been recorded as Sonali Ajay Daga.Sonali Daga and Sonali Ajay Daga is the same and one identical person.

জমি বিক্রয়

জমি বিক্রয় পূর্ব বর্ধমান জেলার থানা- নাদন ঘাট, পোস্ট- সমুদ্রগড়, গ্রাম- জালাহাটি কাঞ্চনতলা, জি.এস. এফ.পি. বিদ্যালয়ের সম্মুখের একটি আদিবাসীদের জমি বিক্রয় হইবে (যাহার দাগ নাম্বার -১১৬৫ খতিয়ান নাম্বার- ৫৭১, জে.এল নং-১৮২, পরিমাণ- ১.২৫ শতক) কোন আদিবাসী ব্যক্তি জমিটি কিনতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন-

M-7365910634

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarak Nath Ghosh ও Tarak Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৯২৩ নং এফিডেভিট বলে Barun Kumar Ghosh S/o. Nirmal Kumar Ghosh ও Barun Ghosh S/o. N. Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১১/২০১৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Madhabi Das ঘোষণা করিয়াছি যে, Kurban Ali S/o. Saber Ali সাং ইলামপুর, তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া আমি সর্বত্র Yeasmin Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হইয়াছি। Yeasmin Bibi & Madhabi Das, W/o. Kurban Ali, D/o. Ganesh Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা

আমর মক্কেল ডলি দাস, স্বামী সুফল দাস, সাং মধুপুর, পো- কর্ণসুবর্ণ, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ দলিল নং I - ১০২৩৮/২০/ আমমোক্তার ৯০৭৫/২০ সাহেব দত্ত, পিতা রাজ্যধর দত্ত মহাশয়কে নিযুক্ত করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বহরমপুর B L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা ৩১ নং আরজী মধুপুর, এল আর দাগ ১৫১৫, এল আর খতিয়ান ৭০৩, পরিমাণ ২.৫ শতক।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২০১৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Tithi Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, Sahar Ali S/o. Saber Ali সাং ইলামপুর, তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া আমি সর্বত্র Alia Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হইয়াছি। Alia Bibi & Tithi Saha, W/o. Sahar Ali, D/o. Bimal Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী রমেশ বিশ্বাস,** পিতা- রনজিত বিশ্বাস, সাং ও পোঃ আসাননগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, গত ইং ১৯.০৩.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-3185/2025 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ১০৪ নং বাঁশবেড়িয়া মৌজায় L.R ১৯৮, ২৬৭ ও ৪২১ নং খতিয়ানে, R.S ও L.R ৬৩১ নং দাগে মোট ০৫ শতক সম্পত্তি শ্রীমতী পর্ণা সরকার, স্বামী- গৌরব সরকার, সাং ১৪, ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড, পোঃ পানিহাটি, থানা-খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত পর্ণা সরকার উক্ত সম্পত্তি গত ইং ২১.০৭.২০২২ তারিখের DSR-IV, আলিপুর, দক্ষিন ২৪ পরগনা অফিসের জেনারেল পাওয়ার ১নং বহির ৮১৯১ নং আমমোক্তারনামা বলে (১) রেবা বিশ্বাস, স্বামী -শঙ্কর কুমার বিশ্বাস, (২) আবিরা বিশ্বাস, স্বামী -শৈবাল বিশ্বাস, উভয়ের সাং- ব্লক-ই, ফ্ল্যাট নং ২৫, ৮৭/বি, কাশীপুর রোড, পোঃ ও থানা-কাশীপুর, কোলকাতা-৭০০০০২ (৩) পুরান্ধা বিশ্বাস, পিতা- শৈবাল বিশ্বাস, সাং গীতাবিতান এ্যাপার্টমেন্ট, ৩০৯, মহারাজা নন্দ কুমার রোড, পোঃ ও থানা-বরানগর, কোলকাতা- ৭০০০৩৬ -এদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৫৮৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Jharna Sanjit Kumar Sinha Roy (old name), W/o. Sanjit Kumar Sinha Roy, D/o. Bhudeb Sinha Roy, R/o. River Visson Apartment, Block-B, (near Womens P.S.), 6, M.G. Road, Serampore, Hooghly-712201, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jharna Sanjit Kumar Sinha Roy নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jharna Sinha Roy নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Jharna Sanjit Kumar Sinha Roy & Jharna Sinha Roy W/o. Sanjit Kumar Sinha Roy, D/o. Bhudeb Sinha Roy, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৫৮৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjit Kumar Sinha Roy S/o. Late Deb Prasad Sinha Roy, R/o. River Visson Apartment, Block-B, (near Womens P.S.), 6, M.G. Road, Serampore, Hooghly-712201, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Late Deb Prasad Sinha Roy, Deba Prasad Sinha Roy, Debaprasad Sinharoy and Let Deb Prasad Sinha Roy উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

I Alok Sadhu, S/o Kalipada Sadhu, Residing at Suri Station More, Behind NCC Office, Suri (M), P.O. + P.S.- Suri, Dist.- Birbhum. W.B. PIN- 731101, Shall henceforth be known as Alok Kumar Sadhu before The Court of Ld. Executive Magistrate, Suri, Birbhum vide affidavit (No-9596) Dated- 21.11.2025, Alok Sadhu and Alok Kumar Sadhu both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা

আমর মক্কেল সুফল দাস, পিতা মৃত নবকুমার দাস, সাং মধুপুর, পো- কর্ণসুবর্ণ, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ দলিল নং I - ১৭০০/২১, আমমোক্তার ৯০৭৫/২০ সাহেব দত্ত, পিতা রাজ্যধর দত্ত মহাশয়কে নিযুক্ত করেন। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে বহরমপুর B L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা ৩১ নং আরজী মধুপুর, এল আর দাগ ১৫৪২, এল আর খতিয়ান ৭০৩, পরিমাণ ৩ শতক।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে নভেম্বর। ৬ ই অগ্রহায়ণ । রবি বার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশত্তরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু র প্রয়াণ দিবস।
শ্রী কল্কীদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রী প্যারিচাদ মিত্র র প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর প্রক্রিয়ার চাপে মানুষের মৃত্যুর অভিযোগ নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, পার্থ ভৌমিকের মতো শীর্ষ তৃণমূল নেতারা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন। সিইওকে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা স্পষ্ট জানান, এসআইআর চালুর পর থেকে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার সম্পূর্ণ দায় কমিশনের উপরেই বর্তায়। তাঁদের দাবি, কমিশনের তৈরি পোর্টাল ভুলে ভরা, বারবার কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুথ লেভেল কর্মীদের চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, সময়সীমা অত্যন্ত কম হওয়ায় বিএলওদের পক্ষে এত কম সময়ে কাজ শেষ করা অসম্ভব। কুলপি বিধানসভায় এখনও পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। প্রতিনিধি দলের বক্তব্য, কুলপির ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের তথ্য কেন মানা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। দলীয় প্রতিনিধিরা জানান, ভুলে ঠাসা সাইটের জন্য বহু মানুষ বিপাকে পড়ছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে, যেখানে প্রত্যেক বুথে ১৫০ থেকে ২০০ জনের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের দাবি, কমিশন নাকি একটি রাজনৈতিক দলের ইঙ্গিতে প্রায় দুই কোটি নাম বাদ দিতে উদ্যত হয়েছে। ছবি ভুল, ক্রমিক নম্বর ভুল, বাবার নাম-স্বামীর নাম সব এক; এই সমস্ত অভিযোগ তুলে তাঁরা বলেন, এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বা বিএলওদের পক্ষে সঠিকভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

তৃণমূল প্রতিনিধি দল জানায়, চাপড়ায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, এবং তিনি সুইসাইড নোটে কমিশনকে দায়ী করে গিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, ২, ৫, ১৪, ২০ নভেম্বর এবং ৩০ অক্টোবর; মোট পাঁচবার চিঠি দেওয়া হলেও কমিশন কোনও উত্তর দেয়নি। কমিশনের কাছে একটি দাবিপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে, যা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পড়ে শোনান। পার্থ ভৌমিক অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। তাঁর প্রশ্ন, এক কোটি বেশি নাম বাদ যাবে; এই তথ্য একটি রাজনৈতিক দল আগেভাগে জানল কীভাবে? কমিশন কী বলছে? এই প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব দাবি করেছে তৃণমূল।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গাড়ি চলাচল মসৃণ করতে অনলাইন পোর্টালে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তের ভূমি শুল্ক স্টেশন এবং ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট হয়ে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের প্রক্রিয়া আরো মসৃণ করতে রাজ্য সরকার অনলাইন পোর্টাল ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিচ্ছে। এজন্য নির্ধারিত 'সুবিধা পোর্টাল'-এ ধার্য ফি কমানো হচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন হার ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বর্তমান বাজার পরিস্থিতির প্রভাবে পচনশীল ও অপচনশীল; দুই ধরনের পণ্যের রপ্তানিকারক এবং পরিবহণকারীরা আর্থিক চাপে পড়ছিলেন। বিশেষ করে স্টোন চিপস ও বোল্ডার রপ্তানিতে ব্যয় বৃদ্ধি পরিষেবায় প্রভাব ফেলছিল। সেই কারণেই ক্রস-বর্ডার রপ্তানি আরও স্বচ্ছ ও গতিময় করতে ফি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সুবিধা পোর্টাল রাজ্য সরকারের ডিজিটাল গাড়ি ফ্যাসিলিটেশন ব্যবস্থা, যা এলপিএআই, ভারতীয় শুল্ক দপ্তর এবং বিএসএফ-এর সহযোগিতায় তৈরি। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী রাজ্যের বিভিন্ন আইসিপি-তে সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ির রপ্তানিতে এই পোর্টাল চালু আছে। দ্রুত ক্লিয়ারেন্স এবং যান চলাচলে স্বচ্ছতা আনাই এর মূল লক্ষ্য।

নতুন কাঠামোয় চ্যাসি, খালি ট্রাক এবং অন্যান্য খালি গাড়ির ফি ৫,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৪,২৫০ টাকা করা হয়েছে। পচনশীল পণ্য ও অপচনশীল বিপজ্জনক সামগ্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২,৫৫০ টাকা ধার্য হয়েছে। ছ'চাকা পর্যন্ত অ-পচনশীল পণ্য বহনকারী ট্রাক এখন ৫,০০০ টাকার বদলে ৪,২৫০ টাকা দেবে।

ভারী মালবাহী যানবাহনের ক্ষেত্রেও বড় রকম ছাড় দেওয়া হয়েছে। ১৪ থেকে ১৮ চাকা বিশিষ্ট পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাককে আগের ১২,০০০ টাকার বদলে ১০,২০০ টাকা দিতে হবে। ২০ চাকা এবং তার বেশি পণ্যবাহী গাড়ির ফি ১৫,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১২,৭৫০ টাকা। নদী থেকে সংগৃহীত পাথরের বোল্ডার ও স্টোন চিপস পরিবহণকারী গাড়ির ক্ষেত্রেও হার কমানো হয়েছে। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা এবং জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি আইসিপি-র জন্য আলাদা কম হারে ট্যারিফ বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট বিভাগে না-পড়া লোডেড গাড়ির ক্ষেত্রে নতুন ফি ৮,৫০০ টাকা; আগের হার ছিল ১০,০০০ টাকা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, সংশোধিত ফির ওপর প্রযোজ্য জিএসটি রিভার্স চার্জ মেকানিজম অনুযায়ী সরাসরি জিএসটি কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে রপ্তানিকারক বা কনসাইনারদেরই।

পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রপ্তানিমুখী পরিবহণ ব্যবস্থাকে স্বস্তি দিতে এবং সীমান্তবর্তী চেকপোস্টগুলিতে গাড়ির চলাচল আরও দ্রুত করতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিএলও অ্যাপ ও সার্ভারের সমস্যা নিরসনে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম পূরণ ও সংগ্রহের শেষ পর্বে বিএলও অ্যাপ ও সার্ভারের সমস্যা নিরসনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। আগামী সোমবার দুপুরে এই কাজে নিযুক্ত সমস্ত এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন তিনি। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিএলও; সবাই সমস্যায় পড়েছেন। ডেটা আপলোড, যাচাইকরণ ও ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে পড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সোমবারের বৈঠকে সার্ভার ডাউনের কারণ, প্রযুক্তিগত ঘাটতি, তাৎক্ষণিক সমাধান এবং বিকল্প ব্যাক, আপ ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট বার্তা; প্রযুক্তিগত সমস্যার দ্রুত সমাধান করতেই হবে, না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

বামনগাছিতে থামল এসি লোকাল, যাত্রীদের উল্লাসে উৎসবের রং

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল অবশেষে। বহুদিনের দাবি ও আন্দোলনের পরে শনিবার বামনগাছি স্টেশনে প্রথমবারের মতো দাঁড়াল এসি বনগাঁ লোকাল। সকাল থেকেই স্টেশন চত্বরে ছিল চূড়ান্ত উত্তেজনা ও ব্যস্ততা। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই যাত্রীরা আনন্দে ফেটে পড়েন। কোথাও বেলুনে সাজানো প্রবেশপথ, কোথাও আবার ফুলের মালা হাতে স্বাগত জানাতে জড়ো হয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। ট্রেনের সামনে নারকেল ভেঙে ও পুজো করে নতুন স্টপেজকে শুভ সূচনা জানানো হয়। যাত্রীরা চালককে মিষ্টি ধরিয়ে অভিনন্দনও জানান।

শিয়ালদহ, বনগাঁ রুটে এসি লোকাল চললেও অনেক ছোট স্টেশনে থামে না। বামনগাছির নাম এতদিন সেই বাদ পড়া তালিকাতেই ছিল। ফলে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় যাত্রী সংগঠন ও বাসিন্দারা একযোগে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রেলের কাছে দাবি জানান। রেল দপ্তর শুক্রবার রাতেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, পরদিন থেকেই বামনগাছিতে থামবে শিয়ালদহগামী এসি লোকাল। নির্দেশ কার্যকর হতেই প্রথম দিনের যাত্রা উৎসবে পরিণত হয়। বহুদিনের দাবি পূরণে বামনগাছি এলাকায় এখন স্বস্তি ও আনন্দের বাতাবরণ।

আজ বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু: আজ আট ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকছে বিদ্যাসাগর সেতু, কলকাতার ব্যস্ততম সংযোগ পথগুলির একটি। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স জানিয়েছে, সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত সেতুর 'স্টে কেবল' ও বেয়ারিং পরিবর্তনের মতো জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ হবে, তাই যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কলকাতা পুলিশ বিশেষ ট্রাফিক পরিকল্পনা করেছে। নগরপালের নির্দেশে বিকল্প রুট চালু রয়েছে। এজেসি বোস রোড ও জিরাট আইল্যান্ড হয়ে সেতুমুখী পশ্চিমমুখী যান আর সেতুতে উঠতে পারবে না। টার্ফ ভিউ থেকে গাড়িগুলো ঘুরিয়ে পাঠানো হচ্ছে হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে সেন্ট জর্জ গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড বা হাওড়া ব্রিজের দিকে।

বিএলও-র আত্মহত্যায় প্রশাসনিক দায় নিয়ে তৃণমূলের আক্রমণ, গেরুয়া শিবিরে নীরবতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বুথ লেভেল অফিসার রিঙ্কু তরফদারের আত্মহত্যার ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ৫১ বছরের ওই পার্শ্বশিক্ষিকার মৃত্যুর পর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কাছ থেকে তড়িঘড়ি বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন। কাজের চাপ, তদারকি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা; এই তিন দিকেই এখন জরুরি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকালে ষষ্ঠীতলার বাড়ি থেকে রিঙ্কুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সুইসাইড নোটে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, অস্বাভাবিক কাজের চাপ এবং অনলাইন প্রক্রিয়ার জটিলতা তাঁর পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। অভিযোগ, বিডিও ও সুপারভাইজারকে জানানো সত্ত্বেও উপযুক্ত সহায়তা মেলেনি। ২০১ নম্বর পার্টে কর্মী না থাকায় পুরো দায়িত্ব একাই সামলাতে হচ্ছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের উপর দায় চাপিয়েছে। দলের অভিযোগ, অযৌক্তিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে বিএলওদের ওপর 'অমানবিক চাপ' তৈরি করা হয়েছে, যার ফলেই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তাঁদের দাবি, কমিশন ও জেলা প্রশাসন; দু'জনেই নিজেদের ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নদিয়া থেকে শুরু করে রাজ্য নেতৃত্ব; সব স্তরেই গেরুয়া শিবিরে নীরবতা বজায় রয়েছে। নির্বাচন দপ্তর আপাতত প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দায়িত্ব বণ্টনের ঘাটতি খতিয়ে দেখতেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

রাজবংশী ভোট নিয়ে টানাপোড়েন, উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের সামনে বড় রাজনৈতিক সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এগিয়ে আসতেই উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক হাওয়ায় বইছে নতুন টানাপোড়েন। হঠাৎ করেই দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা বংশীবদন বর্মন প্রকাশ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। মাথাভাঙার সভা থেকে তাঁর সাফ হুঁশিয়ারি; তৃণমূল আসন সমঝোতায় রাজি না হলে তাঁদের সংগঠন বিকল্প পথ বেছে নেবে, প্রয়োজনে বিজেপিকেও সমর্থন করবে।

দীর্ঘদিন তৃণমূলকে সমর্থন করে আসা বংশীবদনের বক্তব্য, মাথাভাঙায় তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁদের সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকার কারণেই। তিনি অভিযোগ তোলেন, কয়েকটি কেন্দ্রে তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য দলের অভ্যন্তরীণ বিভাজনই দায়ী। পাশাপাশি তিনি তিনটি মৌলিক দাবি সামনে আনেন; রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য ২,০০০ প্রাথমিক স্কুল ও ৫০টি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং উত্তরবঙ্গের ২৫টি বিধানসভা আসন সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া। তাঁর হুঁশিয়ারি, এই শর্ত পূরণ না হলে ২৫টি কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেবে সংগঠন। আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি জানান, আলাদা কোচবিহার রাজ্য গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলে বিজেপিকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত তাঁরা।

বংশীবদনের অভিযোগ, রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা নেই, কারণ বোর্ডে তৃণমূলের প্রভাব বেশি। তাঁর দাবি, প্রকৃত উন্নয়নের জন্য স্বশাসিত বোর্ডই একমাত্র উপায়।

এই অবস্থান রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কারণ, রাজবংশী ভোট উত্তরবঙ্গের নির্বাচনী সমীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজবংশীদের সমর্থন যদি তৃণমূল থেকে সরে যায়, তবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ একাধিক আসনে তৃণমূলের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এতে বিজেপির পক্ষে শক্তিশালী পুনর্গঠন সম্ভব, বিশেষ করে যেখানে রাজবংশী জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অবশ্য দাবি করেছেন, ভোটের মুখে বংশীবদন চাপ সৃষ্টির রাজনীতি করেন। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজবংশী ভোট হারালে তৃণমূলের উত্তরে জেতার সম্ভাবনায় বড় ধাক্কা লাগতে পারে। অন্যদিকে, বংশীবদনের দাবি আংশিক মেনে নিলে তৃণমূলকে উত্তরবঙ্গের কৌশল বদলাতে হতে পারে।

সব মিলিয়ে স্পষ্ট; বংশীবদন বর্মণের অবস্থান এবার উত্তরবঙ্গের ভোটযুদ্ধে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে চলেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, রবিবার

‘মানুষ উন্নয়ন চায়’

■ আজকের সময় স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, মানুষ উন্নয়ন চায়, আর উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করার প্রবণতার বিরুদ্ধে সাধারণের প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে। এক্সবার্তায় প্রকাশিত লেখায় এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, কলকাতার নাগরিকদের একটাই প্রশ্ন; আমরা অপরাধ করেছি কোথায়? আমাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের স্বপ্ন রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির কারণে কেন আটকে থাকবে? তাঁর বক্তব্য, মোদী সরকারের আগে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে মানুষের মনে ছিল অনিশ্চয়তা; কেবল পরিকল্পনা কাগজে থাকত, কাজ এগোত অত্যন্ত ধীর গতিতে। কিন্তু কেন্দ্রের নতুন সরকার আসার পরে মেট্রো প্রকল্পগুলিতে গতি আসে; জোকা, তারাতলা রুট চালু হয়, ইস্ট, ওয়েস্ট করিডরের সুড়ঙ্গ নির্মাণ এগোয়, নিউ গড়িয়া, রুবি অংশের কাজও প্রায় শেষ হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে উন্নয়ন এমনই গতিময় হয়, দাবি শমীকের। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আজ কলকাতার নাগরিকদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, তার দায় কে নেবে? তাঁর অভিযোগ, মেট্রো প্রকল্পের বাকি সব অংশ সম্পন্ন হলেও চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারের পাশের মাত্র ৩৬৬ মিটার পথের অনুমতি আটকে রেখেছে রাজ্য সরকার। কখনও অনুষ্ঠান, কখনও ম্যারাথন, কখনও আবার অজুহাত; মানুষের স্বার্থ নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বলেই অভিযোগ তাঁর। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, প্রতিদিন যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হওয়া, পূর্ব কলকাতার ব্যস্ত মোড়ে অকারণ ভিড়, স্কুল-কলেজ-অফিসে দেরিতে পৌঁছনো; এসব সমস্যার সহজ সমাধান ছিল মেট্রো পরিষেবা। অথচ তা এখন প্রশাসনিক অনীহায় ঝুলে আছে। তাঁর দাবি, মোদী সরকার প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে, কিন্তু রাজ্যের অসহযোগিতা পুরো পরিকল্পনাকে আটকে রেখেছে। শেষে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, উন্নয়ন কি আমাদের প্রাপ্য নয়? শেষের কয়েকশো মিটার পথের অনুমতির অভাবে নাগরিকদের আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

ডেটা এন্ট্রি নিয়ে কড়াকড়ি

■ ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত কাজ এগোতে না এগোতেই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগে কঠোর অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। প্রতিটি জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, অস্থায়ী কর্মী বা রাজ্য সরকারের সহায়তা প্রকল্পের কর্মীদের কোনওভাবেই এই দায়িত্বে বসানো যাবে না। কোথাও নিয়ম ভাঙা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ইআরও থেকে শুরু করে বিডিও সবাইকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে। এই নির্দেশকে সামনে রেখে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, বহু এলাকায় এসআইআর-এর কাজে এখনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বসানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং কমিশন খবর পেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। তবে তৃণমূল শিবিরের পাল্টা বক্তব্য, শুভেন্দু যেন কমিশনের ভূমিকা নির্ধারণ করতে চান; এটাই ‘হাস্যকর’। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, এই আচরণ থেকেই বোঝা যায় নির্বাচন কমিশন বিজেপির চাপেই চলছে বলে কিছু মহলের সন্দেহ রয়েছে। এর মধ্যেই বাড়তি জটিলতা তৈরি হয়েছে বিএলও-দের কাজ নিয়ে। প্রথমদিকে তাঁদের শুধু ফর্ম সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। পরের দিকে হঠাৎই কমিশনের তরফে বার্তা আসে, ফর্ম সংগ্রহের পাশাপাশি ডিজিটাইজেশনও বাধ্যতামূলক। প্রশিক্ষণ ছাড়া হঠাৎ এই দায়িত্ব এসে পড়ায় বহু বিএলও-ই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, একটি ফর্ম ডিজিটাল ফরম্যাটে তুলতেই লেগে যাচ্ছে প্রায় এক ঘণ্টা। প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। তাই তাঁদের কাজের চাপ কমাতে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের প্রস্তাব উঠে এসেছে প্রশাসনের কয়েকটি স্তর থেকে।

এসএসকেএম ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সক্রিয় দালাল-চক্র, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ফের দালালচক্রের অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সচিন রাউত নামে এক ব্যক্তি রোগীর পরিবারকে বেড পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। পরে দরাদরির পর ৫ হাজার টাকায় রফা হয়। তবে বেড মেলেনি টাকা দেওয়ার পরও, এমনটাই অভিযোগ। এরপরই বউবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ সচিনকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, এসএসকেএম হাসপাতালেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। গোলাম রসুল নামে এক ব্যক্তিকে রোগীর পরিবারকে পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত বছরও মেডিক্যাল কলেজে দালালচক্র নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রোগীরা শয্যা না পেয়ে সমস্যায় পড়েন। সেই সুযোগেই সক্রিয় হয় দালালরা। টাকা দিলে বেড পাওয়া যাবে বলে দাবি করা হয়। গরিব মানুষ অনেক সময় সেই টাকা জোগাড় করতে না পারায় চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। এই অভিযোগের পর তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নানা পদক্ষেপও নেয়। তবে সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারি প্রমাণ করছে, সমস্যা এখনও পুরোপুরি মেটেনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁরা নজরদারি চালাচ্ছে।

টাকার বদলে মিলবে বেড

এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দুই দালালের গ্রেপ্তারির ঘটনায় ফের সামনে এল সরকারি হাসপাতালে রোগীর বিপুল চাপের ছবিটাই। যেখানে শয্যা সীমিত থাকায় অনেক রোগী বেড পান না। তখনই রোগীর আত্মীয়রা মরিয়া হয়ে সমাধান খোঁজেন, আর সেই সুযোগ নেয় দালালরা। এদিকে এমন অভিযোগের পর তদন্ত কমিটি গঠন হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ যথেষ্ট হয়নি। তবে এমন ঘটনায় স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি আস্থা কমছে আমজনতার এটা বলা বাহুল্য। কারণ, তাঁরা মনে করছেন সরকারি হাসপাতালেও টাকা ছাড়া চিকিৎসা পাওয়া যায় না। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়।

দমদম বিমানবন্দরে বাড়ানো হল আধা সামরিক জওয়ানের সংখ্যা

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলছে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা দেশের বিমানবন্দরগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। সেই প্রেক্ষিতে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, নতুন করে ৬৯ জন সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে গেট, টার্মিনাল ও রানওয়ে সংলগ্ন এলাকায়। এর ফলে বর্তমানে মোট ২,১০২ জন সিআইএসএফ জওয়ান দায়িত্বে রয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আরও ১০০ জওয়ান যোগ হবে বলে সূত্রে খবর। ফলে কার পার্কিং জোন, ব্যাগেজ স্ক্রিনিং কাউন্টার, ভিআইপি করিডর, লজিস্টিক কার্গো টার্মিনাল এবং এয়ারসাইড এলাকায় নিরাপত্তা বলয় আরও ঘন হবে।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা থেকে বিশেষ সতর্কতা নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রবেশদ্বারে যাত্রী স্ক্যানিং কঠোর করা হয়েছে, লাগেজে ডুয়াল লেয়ার স্ক্রিনিং চালু হয়েছে, ড্রপ-অ্যান্ড-গো জোনে টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি টার্মিনালেও র‍্যান্ডম ফ্রিস্কিং শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে সন্দেহজনক যানবাহন চিহ্নিতকরণে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

শুধু টহল নয়, আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রোন নজরদারি, বায়োমেট্রিক মনিটরিং ও মুখ চিনে শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পাশাপাশি ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম, কুইক রিঅ্যাকশন টিম এবং স্নাইফার ডগ স্কোয়াডকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতিদিন গড়ে ৫০০-রও বেশি বিমান ওঠানামা করে দমদম বিমানবন্দরে। যাত্রী যাতায়াতের সংখ্যা প্রায় ১.৫ লক্ষ। আসন্ন মরশুমে আন্তর্জাতিক যাত্রী চলাচল আরও বাড়বে বলে প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

নিরাপত্তাকর্মীদের মতে, এখন কোনও অভিযোগ বা সন্দেহের ক্ষুদ্র ইঙ্গিত পেলেও তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাত্রীদেরও সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে; পরিচয়পত্র বহন, লাগেজ সিল করা, আগাম চেক-ইন এবং নিরাপত্তা পরীক্ষায় বাধাহীন সহযোগিতা।

বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা নিউটাউনে, জখম ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা নিউটাউনে। বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা গাড়ি ধাক্কা মারে বাইক আরোহী-সহ একাধিক পথচারীকে। ওই গাড়িটি ডিভাইডারেও ধাক্কা মারে। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চালককে আটক করেছে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে নিউটাউনের ইকোপার্কের চার নম্বর গেটের সামনে। স্থানীয়রা জানান, ওই গাড়িটি বিশ্ব বাংলা গেটের দিক থেকে আকাঙ্খা মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। প্রবল গতিতে ওই গাড়িটি চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। প্রথমে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তারপরও গাড়িটি থামানো যায়নি। ওই ডিভাইডার টপকে পাশের অ্যাপ্রোচ রোডে চলে আসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। অদূরে বাসস্টপে কয়েকজন সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে ওই গাড়িটি একটি বাইকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়েন বাইক আরোহী। এরপর এক মহিলা-সহ আরও ছয়জনকে ধাক্কা মারে ওই গাড়িটি। আশপাশ থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ব্যবসায়ী থেকে স্থানীয়রা। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ওই গাড়ির চালকও জখম হয়েছেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে এক জায়গায় ফুটপাতে বসে থাকেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ওই চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চালক ও ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এক মহিলা-সহ আরও ছয়জনকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনায় চালকও জখম হন এবং পরে পুলিশ তাঁকে আটক করে হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, গাড়িটি অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল না ব্রেকফেল হয়েছিল এই ব্যাপারটিও।

দক্ষিণবঙ্গ শুষ্কই, উধাও শীতের অনুভূতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া আপাতত শুষ্কই রয়েছে। ন্যূনতম তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফেরও হচ্ছে না। খুব বেশি তাপমাত্রা না নামলেও, রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। শনিবার সকালেও শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে। রাতের তাপমাত্রা অধিকাংশ জেলায় স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে। তবে রাজ্যের পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১,২ ডিগ্রি কম রয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন রাতের তাপমাত্রায় বড় কোনও তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আকাশ মূলত পরিষ্কারই থাকবে। শহরে ন্যূনতম তাপমাত্রা ১৯ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে, যা স্বাভাবিক।

শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য (০.৫ ডিগ্রি) বেশি।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের শতবর্ষ ও যুব উৎসবে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। দীনেশ মজুমদার ভবন থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয় রামলীলা ময়দানে। ছবি: অদিতি সাহা

নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে স্পষ্ট বিডিও যোগসূত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের তদন্তে এবার সরাসরি রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম আরও সামনে এল। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত বিবেকানন্দ সরকার জেরায় স্বীকার করেছে বিডিওর নির্দেশেই ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লাঠি, লোহার রড ও বেল্ট দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। অভিযোগ, বিডিও নিজেও মারধরে অংশ নেন। সেই সময়েই মৃত্যু হয় স্বপন কামিল্যার। এরপর যাত্রাগাছিতে দেহ ফেলার সময়ও বিডিও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করে ধৃত বিবেকানন্দ। শুধু তাই নয়, তিনি এও স্বীকার করেন, বিডিও-র নির্দেশেই হত্যার অস্ত্র লোপাট করা হয়।

তদন্তে আরও জানা গেছে, বিডিও-র গাড়ির চালক রাজু ঢালির মোবাইল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ভিডিও। এই ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীকে মাটিতে ফেলে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে পুলিশ সূত্রে দাবি, ভিডিও ও সিসিটিভি ফুটেজ ধৃতদের বয়ানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ইতিমধ্যেই এই মামলায় তৃণমূল নেতা সজল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর গাড়ির চালক বিবেকানন্দকে ব্যবহার করে বিডিওকে দাঁতনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগ, বিডিও-র বাড়ি থেকে চুরি হওয়া গয়না ওই ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি হয়েছিল। সেই সূত্রেই আগেই দাঁতনে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রশান্ত বর্মন।

এদিকে এই স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা মনে করছেন, প্রমাণের শৃঙ্খল ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখন যে প্রশ্ন উঠছে তা হল বিডিও প্রশান্ত বর্মন আর কতদিন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন তা নিয়েই।

বিমানের জরুরি অবতরণ

■ শুক্রবার গভীর রাতে দমদম বিমানবন্দরে কানাডা থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া এয়ারলাইনের একটি বিমান হঠাৎ করেই কলকাতায় জরুরি অবতরণ করে। কারণ, বিমানে থাকা এক প্রবীণ যাত্রী মাঝ-আকাশেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, অসুস্থ হয়ে পড়া ওই যাত্রীর নাম বলদেব সিংহ। বছর ছিয়াত্তরের বলদেব সিংয়ের বাড়ি পঞ্জাবে। দমদম বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বিমানটি কানাডা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় প্রবীণ ওই যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে পাইলট জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। এরপই বিমানটি দ্রুত দমদম বিমানবন্দরে নামানো হয় এবং অসুস্থ যাত্রীকে দ্রুত হাসপাতালেও পাঠানো হয়। তবে এতে শেষরক্ষা হয়নি। রাত প্রায় ১২টার সময় বলদেব সিংহকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বলদেব সিংহের পরিবার পঞ্জাব থেকে কলকাতায় আসার পর তাঁদের সম্মতিতে ময়নাতদন্ত করা হবে। সেই রিপোর্টেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। এদিকে অসুস্থ যাত্রীকে নামানোর পর শনিবার ভোরে বিমানটি আবার দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এমন ঘটনা কলকাতা বিমানবন্দরে নতুন নয়। গত বছর সেপ্টেম্বরে বাগদাদ থেকে চিনগামী একটি বিমান কলকাতায় জরুরি অবতরণ করেছিল।

আনাজের দামে বিপুল পার্থক্য পাইকারি আর খুচরো বাজারে, নেই যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর

শুভাশিস বিশ্বাস

শিয়ালদহের কোলে মার্কেট থেকে কাঁকুড়গাছি ভিআইপি বাজার, দূরত্ব খুব বেশি হলে দশ কিলোমিটারের। কিন্তু দাম যেন আকাশ-পাতাল ফারাক। কোলে মার্কেটে রসুন কেজি প্রতি ৭০ টাকা, আর ভিআইপি বাজারে সেই রসুনই ১৫০ টাকায় বিকোচ্ছে। আদা, কাঁচা লঙ্কার ক্ষেত্রেও একই ছবি। এদিকে কিছুদিন আগেই শীতের আনাজে ভরপুর ছিল বাজার। ফুলকপি মিলছিল ১৫ টাকায়, বেগুন আর সিম ৬০ টাকায়। এমন ঘটনায় মধ্যবিত্তের মুখে তখন একচিলতে হলেও হাসি নজরে এসেছিল। সঙ্গে তাঁরা এও ভেবেছিলেন, আরও কয়েকদিন গেলে দাম আরও কমবে। কিন্তু হঠাৎ যেন ছবিটা বেমালুম বদলে গেল। ফুলকপির দাম আবার পৌঁছল ২৫ টাকায়। কম যায় না বেগুনও। তারও দাম আকাশছোঁয়া, কিলো প্রতি ১০০ টাকা। এর মাঝে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা হানা দিয়েছিলেন বিভিন্ন বাজারে। তবে তাতে লাভের লাভ কিছুই যে হয়নি তা স্পষ্ট শনিবারের বাজারদরে।

এমন অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে চাষিরা অবশ্য বলছেন, বর্ষার জলে এক দফা চাষ নষ্ট হয়েছিল। পরে আবহাওয়া ভালো হতেই একসঙ্গে অনেক ফুলকপি বাজারে আসে, দাম কমে যায়। এখন আবার যোগান কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। এদিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, বাজারে যোগান কমে যাওয়ায় দাম বাড়ছে। চাষিদের মতে, বর্ষার ক্ষতির পর একসঙ্গে প্রচুর ফুলকপি বাজারে আসায় দাম কমেছিল, এখন আবার ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

এদিকে টাস্কফোর্সের সদস্যরা পাইকারি ও খুচরো বাজারে অভিযান চালান। দেখা যায়, কোলে মার্কেটে টমেটো কেজি প্রতি ৪০ টাকা হলেও কাঁকুড়গাছি ভিআইপি বাজারে তার দাম ৭০ টাকা। আদা ও কাঁচা লঙ্কার ক্ষেত্রেও পাইকারি ও খুচরো দামের মধ্যে দ্বিগুণ ফারাক। একই অবস্থা আদা এবং কাঁচা লঙ্কার ক্ষেত্রেও। ৫০ টাকা কেজির কাঁচালঙ্কার দাম খুচরো বাজারে ১০০ টাকা, ৬০ কেজির আদা খুচরো বাজারে বিকোচ্ছে ১২০-১৫০ টাকায়।

এই প্রসঙ্গে টাস্কফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোল জানান, বিক্রেতাদের প্রশ্ন করলে তারা যুক্তি দেন, অল্প পরিমাণে বিক্রি হওয়া পণ্যে বেশি লাভ রাখতে হয়। তবে টমেটোর মতো পণ্যের ক্ষেত্রে এই যুক্তি কার্যকর নয়। মৌসুমি সবজির দাম বেশি হওয়া স্বাভাবিক হলেও পালং বা মেথি শাকের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, পাইকারি আর খুচরো বাজারের মাঝে তেমন ফড়ে বা দালালদের বিশেষ ভূমিকা নেই। তা হলে কেন কেজিতে ৩০ টাকা দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে? ফলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, পাইকারি ও খুচরো বাজারের মধ্যে এই অতিরিক্ত অর্থ আসলে কার পকেটে যাচ্ছে?

সম্পাদকীয়

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর, তাতেই বাড়ছে ভুয়ো নথির প্রবণতা

একাদশ, দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এখন চলছেন লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন। এরপর রয়েছে চূড়ান্ত ধাপ ইন্টারভিউ। তারপর। মেধা তালিকা ধরে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন শুরু হতেই যা অবস্থা তাতে ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার আগে সকলের ভেরিফিকেশন কবে। কীভাবে শেষ হবে সেটাই স্পষ্ট নয় কমিশনের কর্তাদের কাছে। কারণ, একদিকে ভুয়ো নথি, আর প্রার্থীদের দেদার অনুপস্থিতি ফের জটিল করে তুলছে গোটা পরিস্থিতি। প্রায় প্রতিটি সাবজেক্টেই নিয়ম করে বাড়ছে অনুপস্থিতির হার। আর ভুয়ো নথি। এর ফলে বাদ পড়ছেন একের পর এক প্রার্থী। অভিযোগ, ভুয়ো নথির বেশিরভাগই অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত। স্বীকৃত নয়, এমন জায়গায় কাজের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে আবেদন করেছিলেন প্রার্থীরা। যা পুরোপুরি কমিশনের গাইডলাইনের বাইরে। ফলে বাতিল হচ্ছে আবেদন। সমস্যা বাড়ছে কমিশনের অন্দরে। কারণ, এভাবে বাদ পড়ার সংখ্যা বাড়তে থাকলে কমিশনকে মেধাতালিকা ধরে আরও প্রার্থীদের ডাকতে হবে। যাচাই করতে হবে তাঁদের নথিও। ফলে আরও পিছিয়ে যাবে গোটা প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে গরহাজিরা তো আছেই। প্রতিদিন অনুপস্থিতির হার বাড়ছে। কমিশনের বক্তব্য অনেকেই ভুয়ো নথি জমা করায় আর আসছেন না ভেরিফিকেশনে। এর মধ্যে অভিজ্ঞতার শংসাপত্রেই গরমিল সবচেয়ে বেশি।কমিশনের তথ্য বলছে, বাংলার ৬ জন, ইংরেজিতে ১৮ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ইতিহাসে ১৫ জন তারপর কম্পিউটার সায়েন্সেও বেশ কিছু প্রার্থী তথ্য যাচাইয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে তিনটি বিষয়ে ৩৯ জন প্রার্থী এর মধ্যেই অনুপস্থিত। এই গরহাজিরার কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করছেন, আবেদনে ভুয়ো অভিজ্ঞতা দাবি করেছিলেন এই সব প্রার্থীরা। তথ্য যাচাইয়ে বাদ পড়বেন বুঝতে পেরেই অনুপস্থিত হচ্ছেন।কমিশনের অন্দরের খবর, এখনও পর্যন্ত ২৬ জনকে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য বাতিল করা হয়েছে। এখনও বেশির ভাগ বিষয়ের নথি যাচাই বাকি। ফলে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে আন্দাজ করা যাচ্ছে।

আজকের দিন

- ১৮৯০ — নেদারল্যান্ড থেকে লুক্সেমবার্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- ১৮৯১ — লঘিমাসিদ্ধ মহাযোগী ভাদুড়ী মহাশয় - মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ হিন্দু - সনাতন ধর্ম-এর প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

- ১৯২২ — রাজদ্রোহের অভিযোগে কবি কাজী নজরুল ইসলাম গ্রেফতার হন এবং সরকার কর্তৃক তার বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
- ১৯৩৬ — লাইফ ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
- ১৯৬৪ — ব্রিটেনে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক বেতার কেন্দ্র চালু হয়।
- ১৯৯৫ — বসনিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৯৭ — ভারতে সরকারি সম্প্রচার সংস্থা প্রসার ভারতী গঠিত হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

গীতা দত্ত

১৮৯৭ *বিশিষ্ট লেখক নীরদ সি চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও গায়িকা গীতা দত্তের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল মহন্তর জন্মদিন।*

ক্যাঙারু আদালতে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড
একটি প্রহসনের ট্র্যাজিক পরিণতি

স্বপনকুমার মণ্ডল

অবশেষে ষোলকলা পূর্ণ হওয়ার মতো ১৭ নভেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এ শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার ফলে শত্রুর শেষ না রাখার বিকৃত উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে । বাংলাদেশের মৌলবাদী মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ হাসির আয়োজনে শেখ হাসিনার ফাঁসি আসলে সে দেশের গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার সামিল। আর তা কোনওভাবেই অপ্রত্যাশিত হয়, সবই পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্রে নির্বিরোধী একাধিপত্যে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার নিবিড় আয়োজন । সেখানে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছুতোয় মৌলবাদীদের সংগঠিত ষড়যন্ত্রে জনরোষ সৃষ্টি করে ২০২৪-এর জুলাই-এ যেভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ৫ আগস্টে ক্ষমতা দখলের আয়োজন শুরু হয়েছিল, তার মধ্যেই সেই নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়ে গিয়েছিল । এজন্য ডানা ছেঁটে হত্যা করার কৌশলে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব বিপন্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি, শেষে তার উপরে চিরতরের নিষেধাজ্ঞাও জারি করে। সেখানে মূলত কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার নামে মানবতাবিরোধী গণহত্যা চালানোর গুরুতর অভিযোগে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, আজ্ঞাবাহী পুলিশপ্রধানের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ফাঁসির রায়দান ছিল সময়ের অপেক্ষা । সেই গণহত্যার মূলচক্রী হিসেবে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডই মূল লক্ষ্য ছিল, তাও 'খুনী' হাসিনার বিচারের জিগির অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের অব্যবহিত পরিসরে মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্রেই ক্রমশ দাবিদাওয়ার মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে । এজন্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার দেশে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেই স্বস্তি লাভ করেনি, ভারতে আশ্রয় নেওয়া দেশান্তরী শেখ হাসিনাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আয়োজনে কফিনে শেষ পেরেক মারার জন্য ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল । তারই ট্র্যাজিক পরিণতি শেখ হাসিনার ফাঁসির মৃত্যুদণ্ড যা বিচারের নামে নির্বিচারে শত্রুনিধন যজ্ঞের সর্বশেষ আয়োজন । সময়ের প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তা জরুরি হয়েও উঠেছিল ।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড মহম্মদ ইউনুস দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার জন্য যেভাবে সময় নিয়ে সংশোধন ও সংস্কারের পথে হাঁটতে চেয়েছেন,তাতে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ক্ষমতার মেয়াদ নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । শেষে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চাপে ওজর আপত্তি মেনে নিয়ে নানা টালবাহানার পর বছর দেড়েকের মাথায় ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও ২০২৪-এর ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের জের তারপরেও সক্রিয় থাকে। সেখানে মৌলবাদীরা ষড়যন্ত্র করে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা দখল করেও স্বস্তিতে ছিল না। নানা ফন্দি ফিকির করে সুস্থ ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার বুলি কোপচিয়ে যেভাবে একের পর এক প্রতিরোধাত্মক থেকে প্রতিশোধাত্মক সিদ্ধান্তে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তার মধ্যেই মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের আসল উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ে । অন্তর্বর্তী সরকারের সংবিধান সংশোধন থেকে নির্বাচনী সংস্কারের মাধ্যমে নানা অজুহাতে ক্ষমতা ধরে রাখার দুরভিসন্ধি, মৌলবাদীদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার গোপন ষড়যন্ত্র কিছুই অলক্ষ্যে থাকেনি। যেখানে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের নির্বাচন নিরপেক্ষ ভাবে করার মধ্যেই দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে নির্বাচিত সরকার না হয়েও জাতীয় সংসদকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র অস্থায়ী ভিত্তিতে সরকার পরিচালনার দায় নিয়েই একের পর এক অসাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । শুধু তাই নয়, প্রতিশোধের খেলায় মেতে যেমন দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমন বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে ধ্বংস করে ধর্মীয় মৌলবাদীদের পূর্ব পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনার আয়োজনও চলেছে । স্বাভাবিক ভাবেই সেক্ষেত্রে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মুছে ফেলে চব্বিশের জুলাইয়ের গণআন্দোলনের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা জরুরি মনে হয়েছে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী মদতপুষ্ট সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে ও শেখ হাসিনা নির্বাসিত হলেও স্বস্তিবোধ করতে পারেনি। বিশেষ করে বাংলাদেশে এখনও বঙ্গবন্ধুর প্রভাব বর্তমান । তাঁর আওয়ামী লীগের প্রতি সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন রয়েছে । অন্যদিকে শেখ হাসিনার প্রতি সাধারণ মানুষের আশাভরসা এখনও সচল, সরল। এজন্য দেশের বাইরে থাকলেও দেশে যাতে তাঁর বার্তা ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে । তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এখনও শেখ হাসিনার তুমুল জনপ্রিয়তা । তাঁর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় সে দেশের মানুষের স্বপ্ন জেগে রয়েছে অবিরত । সেক্ষেত্রে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিষ্কণ্টক হওয়ার চেতনা ধর্মীয় মৌলবাদী থেকে অন্তর্বর্তী সরকারেরও পাখির চোখ হয়ে ওঠে। সে চোখেই হাসিনার ফাঁসির প্রতীক্ষাই বলে দেয় আগামী বাংলাদেশের পাকিস্তানি সরকার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কতটা জরুরি ছিল। সে দেশে এখনও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতিভূ, আলোর দিশারি শেখ হাসিনা । এজন্য সেই আলোদিশারিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করা গেলে জাতীয় নির্বাচনের আরাধ্য ফলাফলে বাংলাদেশকে মৌলবাদীদের পাকিস্তান বানানো সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে ইতিহাসে যুদ্ধে জয়ীরাই চিরকাল পরাজয়ীদের বিচার করে নিজেদের ইচ্ছেমতো নিষ্কণ্টক ক্ষমতায়নের পথে হাঁটে, নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস রচনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে পরাজয়ীর কোনওরকম ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনায় বা ক্ষমতায় ফিরে আসার সদিচ্ছার প্রতিরোধ থেকে শত্রুদমনের প্রয়াসে ধর্মের কাঠগড়াকেই অধর্মের হাতিয়ার করে তোলা হয়। জয়ীদের যুদ্ধজয়ের ষড়যন্ত্র জনরোষের প্রতিফলনে মহিমান্বিত হয়, পরাজয়ীর প্রতিরোধের প্রয়াসেও গণহত্যার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ জেগে ওঠে । কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে মৌলবাদীদের সংগঠিত পরিকল্পনায় গড়ে তোলা ষড়যন্ত্রের শিকারে দেশের একটি নির্বাচিত সরকারকে তীব্র জনরোষে গণঅভ্যুত্থানের ছায়ায় উৎখাত করাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কুশাসন ও দুর্নীতি থেকে নির্বাচনী তছরুপ করে ভোটে জেতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের অভিযোগ তুলে ধরা হয়। অথচ তাঁকেই ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পথে। গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেত। সেখানে স্বৈরাচারীর বুলেটের চেয়ে গণতন্ত্রের ব্যালট জরুরি ছিল। অথচ তা না করে দেশের জনগণকে প্ররোচনা দিয়ে সরকারবিরোধী যুদ্ধং দেহি মনোভাব জাগিয়ে তুলে দেশের জনগণকে গণহত্যারের টোপে পরিণত করে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অমান্য করে ভেঙে দিয়ে সর্বত্র ধ্বংসলীলা চালানোর প্রয়াস বৈধতা লাভ করে। সেক্ষেত্রে তা রক্ষা করতে গিয়ে বা প্রশাসন সচল রাখার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করাকেই গণহত্যায় সামিল করে পরিকল্পিত ক্যাঙারু আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা স্বাভাবিক, মৃত্যুদণ্ডও প্রত্যাশিত । তাতে মাথাকে নিশ্চিহ্ন করলে দেহ যেমন চেনা যায় না, তেমনই দেহটাই অকেজো হয়ে ওঠে । বঙ্গবন্ধুর শেষ প্রভাবশালী উত্তরসূরিকে সোনার বাংলা থেকে নিষ্প্রাণ করতে পারলেই আওয়ামী লীগ আপনাতেই অকেজো হয়ে যাবে, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ অন্তে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বাংলাদেশের উদয় শুধু সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে ইতিহাসেরও পুনরাবৃত্তি ঘটে, এটাও অমোঘ সত্য। সময়ের দাবিতে ইতিহাস বদলে যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে ইতিহাস সৃষ্টি বন্ধ হয় না । মানুষের মধ্যেই সেই ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমান । স্মৃতি স্তম্ভ,চিত্র,স্থাপত্য, মূর্তি সব ভাঙা যায়, ভাবমূর্তি কখনওই নয়। মানুষের ইতিহাসে সেই ভাবমূর্তি থেকে যায় নিরবধি। শুধু তাই নয়, ফিরেও আসে সেই ভাবমূর্তির আদর্শে। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শেখ হাসিনা তারই পরম্পরায় ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে । সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী থেকে তাদের মদতপুষ্ট ড ইউনুস সরকার যতই শেখ হাসিনাকে ছেঁটে ফেলার আয়োজন করে বিরোধী মানসে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ক্ষমতা কায়েম করতে নিষ্কণ্টক হতে চান কেন, জনমানসে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে শেখ হাসিনার গড়ে তোলা ভাবমূর্তিই সেক্ষেত্রে আলোর সাহারা হয়ে ক্ষমতালোভীদের নিরুপদ্রবে ঘুমোতে দেবে না, নিরুদ্বিগ্ন রাখবে অবিরত।

লেখক: অধ্যাপক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্যবান একটি সংকলন: কবিতাকে কোনও ছকে বাঁধা যায় না

সফিউন্নিসা

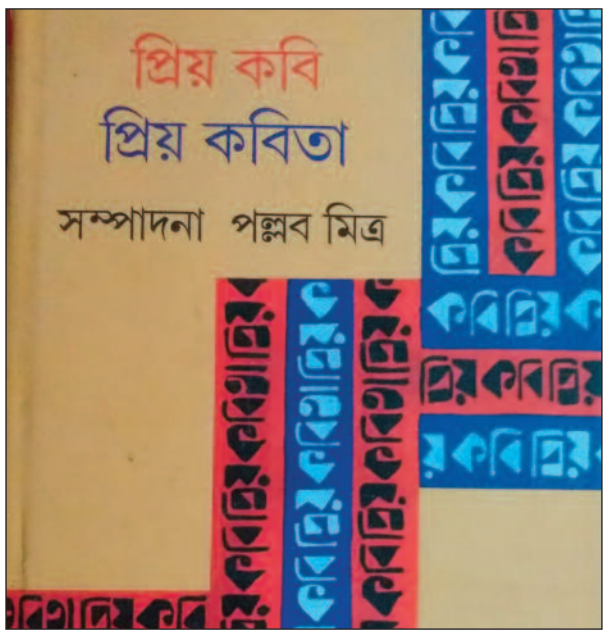

পূর্ব আধুনিক ও উত্তর আধুনিক পর্ব পেরিয়ে পোস্ট মর্ডানিজম কবিতার পোস্ট মর্টেম নিয়ে একটা ধারাও যখন তামাদি হতে চলেছে, সেই সময়কালে কবিতার জন্য কবিতা শুধু নয় ; ধারাবাহিককতার সূত্র ধরে প্রথম আধুনিক কবির কবিতা ও সেই প্রবাহে এই সময়ের তরুণ কবির কবিতা সংকলনের সুদীর্ঘ একটি কবিতা-মালা 'প্রিয় কবি প্রিয় কবিতা'। সুপরিচিত প্রাবন্ধিক পল্লব মিত্রর সম্পাদনায় সুসজ্জিত বইটি মনে করিয়ে দেয় তিনি শুধু গদ্যকার নন, ইতিপূর্বে একদা খ্যাতনামা একটি প্রকাশনার ডিরেক্টর এবং সেই সূত্রে বাংলার অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ কবির বইয়ের প্রকাশকও ছিলেন বটে।

কবিতার সংকলন নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক নিজেই লিখেছেন;' আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব সংকলনে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আধুনিক কাব্যের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করে পরবর্তীকালে কবিদের গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে।' বলা বাহুল্য সম্পাদক সেটিই করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ না রাখার জন্যই সম্ভবত বইটির নামকরণ করেছেন। কেননা, কার প্রিয় কোন কবি তা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিবেচনা। তবে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতি যা তিনি উল্লেখ করেছেন সেটি পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে;' একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের,ক্লান্তির সন্ধানের আবার এরই মধ্যে প্রকাশ বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ , বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। নির্দিষ্ট কোনো ছকে আধুনিক কবিতাকে বাঁধা সম্ভব নয়।' কবির কথার সূত্র ধরেই তাই শুধু কয়েকটি প্রশ্ন, আধুনিকতা শব্দটি কি আপেক্ষিক নয়? হাজার বছর আগের চর্যাপদের কবিরা যেসব মিস্টিক ভাবনা রূপকের আচ্ছাদনে সান্ধ্যভাষায় রচনা করে গিয়েছিলেন সেগুলি কালোত্তীর্ণ হয়েছে তবে কিসের জোরে? কেন সেগুলি আজও আমাদের আধুনিক মননকে আকর্ষণ করে? মুগ্ধ করে? চর্যাপদে যখন পাই 'কায়া তরুবর, পাঁচই ডাল।/ চঞ্চল চিত্তে প্রবিষ্ট কাল।।' আমাদের বিস্মিত করেনা? পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের এক গ্রন্থাগার থেকে বৌদ্ধ সহজিয়াদের লেখা পদগুলি আবিষ্কার করার পরে আমরা জানতে পারি কত যুগ(দশম থেকে চতুর্দশ শতক) আগে কবিতার আড়ালে কবিরা সাধন পদ্ধতির গোপনীয়তা কীভাবে উপ্ত রেখে গেছেন। এই কবিরা সবাই বাঙালি ছিলেন না। অসম, ওড়িশা, বিহারের ভাষার প্রভাবও রয়েছে ২৩ জন পদকর্তার ৪৭ টি চর্যাপদে।

খ্রিস্টিয় ১৪শ শতক থেকে ১৮ শতকের সময়কে আমরা মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করে থাকি। আজকের আধুনিক মানুষ যেকোনও পুরনো বিষয়ে অনুকম্পা প্রকাশ করে 'মধ্যযুগীয় ব্যাপার' শব্দটি ব্যবহার করে। তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অতি আধুনিক মনের অভিব্যক্তির সঙ্গে কোনই পার্থক্য নেই সেই যুগে লেখা রোম্যান্টিক পদকারদের। দয়িত-দয়িতা সন্দর্শনে যখন 'যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতিঃ।/ তাঁহা তাঁহা বিজরী চমকয় হোর্তি।।/ যাঁহা যাঁহা অরুণ/চরণে চলই।/ তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ।।' বা প্রেমাস্পদের রূপ বর্ণনায়;' ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনি বহিয়া যায়'। আমরা বহুকাল ধরে জেনে এসেছি, কবিতায় পুরুষের চোখে নারীর রূপই মুখ্যত প্রচলিত। একেবারে উত্তর আধুনিক কয়েকজন মহিলা কবি দুর্দম ভাষায় পুরুষের স্নানদৃশ্য বা অঙ্গসুষমা বর্ণনা করেছেন কবিতায়। তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। অথচ, আমরা অনেকখানি সময় পিছিয়ে গেলে দেখতে পাব এক প্রেমকাতর নারীর দয়িতের রূপবর্ণনার দুঃসাহসী উচ্চারণ-' এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।/ শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।।/ কমল যুগল পর চান্দকি মাল।/ তাপর উপজল তরুণ তমাল।।' এই দৃষ্টিভঙ্গি কি আধুনিক নয়? এই সময়ের কয়েক যুগ পরেও কি নারীর বয়ানে পুরুষের রূপ বর্ণনার এমন নিবিড় ছবি পাওয়া যায়? যুগের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ কবিতা সেদিন ছিল পুরাণ বা ধর্ম অনুসারী নানা মিথ বা কাহিনি নির্ভর। যেমন মনসামঙ্গলে সদ্য স্বামীহারা তরুণী বেহুলার তীব্র বেদনা ঝরে পড়েছে ক্ষেমানন্দ দাসের লেখনীতে;' কোন লাজে যাব আমি পিতার ভবনে/ তোমার সঙ্গেতে লখাই তেজিব জীবনে।' আবার বিজয় গুপ্তের প্রকৃতির রূপ বর্ণনা;' দেখিয়া পুষ্পের বন/ আনন্দিত ত্রিলোচন/ সুললিত গন্ধে মনোহর/ সরস বসন্তকালে / বিকসিত ডালে ডালে,/মধুলোকে গুঞ্জরে ভ্রমর।' কিংবা তাঁর কবিতায় প্রেমাস্পদের বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা;'দ্বিচারিণী মত কর্ম করিলা বিস্তর/ আমি তোমা জানিতাম প্রাণের দোসর।'

সেই কোন ১৭১১ সালে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যে রঞ্জাবতীর বিবাহ পালায় লিখেছেন;' কর্ণসেনে প্রবোধিয়া গৌড়ের টাকুর।/ দরবার ভাঙি রাজা গেল অন্তঃপুর।।/ সেন পাত্র বীরভুঁয়া মীর মিয়া গণে।/ বিদায় হইয়া গেল নিজ নিকেতনে।।/ রাজা যান যেখানে বসিয়া ভানুমতী।/ ছোট ভগ্নী বামেতে বসেছে রঞ্জাবতী।।/ ভুবনমোহন রূপ পরম সুন্দরী।/ অপ্সরা উর্বশী কিম্বা স্বর্গ বিদ্যাধরী।।'কবিতাকারে এক রোম্যান্টিক চিত্র-কথন। কবি কমলাকান্ত যখন লেখেন;' আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।/ এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায় গেল হে।/ আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে।' চিরন্তন মায়ের সন্তানের জন্য আর্তি কোনওদিন পুরনো হয়না ;হয়তো যুগ বদলে তার প্রকাশের ভাষা বদলে গেছে।

রামপ্রসাদের কবিতা যা গানে রূপ পেয়েছে আর যুগ যুগ ধরে গীত হয়ে আসছে। তাঁর 'মা আমায় ঘুরাবি কত/ কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো' বা ' ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা , পাক দিতেছ অবিরত/ তুমি কি দোষে করিলে আমায়,/ ছ'টা কলুর অনুগত।' এই অতি আধুনিক যুগেও এইসব গান বা কবিতার মুগ্ধ শ্রোতার অভাব নেই। তাহলে তো স্বীকার করে নিতে বাধা নেই কালোত্তীর্ণ যা কিছু তা চির-আধুনিক।

কবিতার আধুনিকতা বা আধুনিক কবিতা দুটি বিষয়ই আলোচনাসাপেক্ষ। বিশদে বললে, বিতর্কসাপেক্ষ। ছন্দভাঙা শৈলীর কবিতা বহিরঙ্গে নিশ্চয়ই আধুনিকতার ধারাটি শুরু করেছিল। কিন্তু তা বিষয়ের বিচারে বা অনুষঙ্গবিচারে কতটা আধুনিক সে প্রশ্ন উঠতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তকে কবি হিসেবে কবিবৃত্তে ঠাঁই দিতে কি আমরা দ্বিধান্বিত? কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত/ ব্যপ্ত চরাচর/ যাহার প্রভায় প্রভা/ পায় প্রভাকর। এই রূপক-বাক্য বা ব্যজস্তুতি তো তাঁকে নিয়েই তাঁর সময়কালে রচিত হয়েছিল!

ফিরে আসি অসাধারণ কবিতা সংকলনটির প্রসঙ্গে। অসাধারণ বলতে হয় এই কারণে সাধারণত এই ধরনের সংকলন করা হয় কবিদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত বা বিখ্যাত কবিতা বলে চিহ্নিত কবিতাগুলি নিয়ে। 'প্রিয় কবি প্রিয় কবিতা' সংকলনে সম্পাদকের প্রিয় কবিতা যেগুলি ঠাঁই পেয়েছে, প্রায় প্রতিটিই এই ধারার বাইরে অথচ পাঠকের মনে হতে বাধ্য, কেন এই কবিতাগুলি সেভাবে পাঠকের কাছে এতদিন পৌঁছায়নি বা বহুল প্রচার পায়নি! ১৫০ টি কবিতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র কবিতা 'কবি' দিয়ে শুরু ।

যে একদা বিখ্যাত কবিরা চর্চা অভাবে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির আড়ালে সরে যাচ্ছেন, অথচ একদিন যাঁদের কবিতা পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল তাঁদের কবিতা সযত্নে চয়ন করেছেন সম্পাদক। রাধামাধব মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, হরিনাথ মজুমদার, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বলদেব পালিত, বিহারীলাল চক্রবর্তী,কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল,গিরিশচন্দ্র ঘোষ,দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,শিবনাথ শাস্ত্রী,নবীনচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্রিয়নাথ সেন, অধরলাল সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নময়ী দেবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী,নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য,অক্ষয়কুমার বড়াল পর্যন্ত একটা অলিখিত পর্ব। অপরে মাইলস্টোনের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রপূর্ব পর্বের এই কবিদের কবিতাগুলি পাঠকের বিশেষ প্রাপ্তি বলে মেনে নিতে কোনও দ্বিধা নেই। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিতাগুলি দীর্ঘ পথ ধরে পৌঁছে গিয়েছে একেবারে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত। শ্রীজাত-তে এসে শেষ হয়েছে।

সংকলটি অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে গ্রন্থের স্বতন্ত্র ও শেষ 'বাংলাদেশ' শিরোনামের অধ্যায়টিতে। এক্ষেত্রে অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়ে সীমিত পরিসরের মধ্যে স্থান দিয়েছেন পল্লীকবি জসিমউদ্দীনসহ ৩২জন কবির কালানুক্রমিক কবিতা। বাংলাদেশের নামকরা কবিদের তালিকায় শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ,সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, মহাদেব সাহাসহ অনেক খ্যাতিমান কবির কবিতা সংকলনটিকে ভিন্ন মর্যাদা দিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার আধুনিক কবি অকাল প্রয়াত রুদ্র মহম্মদ শহীদুল্লার একটি কবিতা পড়ার অতৃপ্তি রয়ে গেল।

প্রাপ্তির বিচারে আলোচ্য সংকলনটি কবিতাপ্রেমীদের কাছে মূল্যবান সম্পদ হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করবে বলাই যায়।

সংকলনটির প্রকাশক পারুল। কৃষ্ণেন্দু চাকীর স্মার্ট প্রচ্ছদ বইটির মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। মূল্য ১২৫ টাকা।

চর্চাবাসর

নভেম্বর শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ novem থেকে। এর অর্থ ৯। কারণ এটি প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারের নবম মাস ছিল, যা মূলত মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের একাদশ মাস হওয়া সত্ত্বেও, নামটি রয়ে গেছে। — *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আউশগ্রামে মর্মান্তিক গণধর্ষণ আদিবাসী ছাত্রীকে
স্কুলশিক্ষকের উদ্যোগে গ্রেপ্তার চার নাবালক-সহ ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দুর্গাপুরের ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম জঙ্গলমহল এলাকায় ঘটল আরও এক মর্মান্তিক গণধর্ষণের ঘটনা। গত সোমবার সন্ধ্যায় নবম শ্রেণির এক আদিবাসী ছাত্রীকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় চার নাবালক-সহ মোট ছয়জন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার বীভৎসতায় শুধু আউশগ্রাম নয়, গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রাম জঙ্গলমহল এলাকার ওই নবম শ্রেণির ছাত্রী গত সোমবার সন্ধ্যার দিকে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে গ্রামের একটি দোকানে যাচ্ছিল। সন্ধ্যে নামার পর দোকান থেকে ফেরার পথেই এই ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, ফেরার পথে ৬ জন অভিযুক্ত তাদের পথ আটকায়। আচমকা এই আক্রমণ দেখে ছাত্রীর বান্ধবীটি ভয় পেয়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ওই পড়ুয়াকে অভিযুক্তরা জোর করে ধরে গ্রামের একটি ঘন জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে তারা পালাক্রমে গণধর্ষণ করে। এমনকি অভিযুক্তরা ছাত্রীটিকে কঠোরভাবে হুমকি দেয় যাতে সে তার বাড়িতে বা অন্য কারও কাছে মুখ খুললে

তার ফল ভালো হবে না। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা ছাত্রীটি কোনওমতে বাড়ি ফেরে। এরপরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদিকে ভয় এবং শারীরিক যন্ত্রণার কারণে প্রথম দু'দিন মেয়েটি কাউকে কিছু বলতে সাহস পায়নি। অবশেষে, বৃহস্পতিবার সকালে সে স্কুলে যায় এবং তার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। বান্ধবীটি সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের এক দায়িত্বশীল শিক্ষককে বিষয়টি জানায়। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ওই শিক্ষক বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানান। শিক্ষকের এই তৎপরতা এবং উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। খবর পেয়ে রাতেই নির্যাতিতা ছাত্রীর মা আউশগ্রাম থানায় অভিযুক্ত ছ'জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাসের নির্দেশে আউশগ্রাম থানার পুলিশ রাতেই তল্লাশি অভিযান শুরু করে। দ্রুততার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ছয় অভিযুক্তকেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানিয়েছেন, 'ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছি। পুরো ঘটনাটি আমরা নিবিড়ভাবে তদন্ত করে দেখছি এবং নির্যাতিতা যাতে দ্রুত বিচার পায়, তা নিশ্চিত করা হবে।'

গ্রেপ্তারের পর নির্যাতিতা ছাত্রীর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ছ'জনের মধ্যে চারজনই আইনত নাবালক, অর্থাৎ তাদের বয়স ১৮ বছরের কম। এর মধ্যে আবার তিনজন বর্তমানে স্কুলে পড়ুয়া। শুক্রবার ধৃত ছয়জনকেই বর্ধমান আদালতে তোলা হলে বিচারক নাবালকদের হোমে রাখার নির্দেশ দেন ও বাকিদের ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় শিক্ষক ও সমাজকর্মীরা এই ঘটনাকে 'সামাজিক অবক্ষয়ের চরম নিদর্শন' বলে অভিহিত করেছেন। অনেকের মতে, নাবালক এবং স্কুল পড়ুয়াদের এমন ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়া সমাজের গভীর সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এলাকার বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও অভিভাবক এর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারকেই দায়ী করছেন।

বারাসাতকে আবর্জনামুক্ত করতে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতকে বারবার আবর্জনামুক্ত করার দাবি উঠেছিল। নতুন দায়িত্ব নিয়েই বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি সেই কাজকে প্রাধান্য দিলেন। শনিবার বারাসাতকে সম্পূর্ণ আবর্জনামুক্ত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুডার আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় পুরসভায়। এদিন পুরসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের (সুডা) স্পেশ্যাল সেক্রেটারি ও ডাইরেক্টর জলি চৌধুরী, ডেপুটি ডাইরেক্টর অমিতাভ দাশগুপ্ত-সহ সুডার অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এক উচ্চস্তরীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সভায় আলোচনায় উঠে আসে বারাসাত শহরকে সম্পূর্ণ আবর্জনা-মুক্ত করার রোডম্যাপ। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা। শহরের সৌন্দর্যায়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন। ওয়ার্ডভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল নিয়েও এদিন আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, উপ পুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত-সহ পুরপারিষদ এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধিগণ। পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি জানান, 'এদিনে সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আগামী দিনে বারাসাতকে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পুরসভার সকলেই অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলে আশা করছি। আপাতত শহর পরিষ্কারের কাজ ২৪ ঘণ্টা চলবে। তদারকি করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ফলে মার্চ থেকেই বারাসাত সম্পূর্ণ আবর্জনা মুক্ত হয়ে যাবে।'

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাগজের রোলবোঝাই করা পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম লদণ মাণ্ডী (৬৫)। মৃতের বাড়ি কাঁকসার ভালুককোন্দা গ্রামে। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে কাগজের রোল বোঝাই করা একটি পিকআপ ভ্যান ভালুককোন্দার দিক থেকে দ্রুত গতিতে গোপালপুর যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লদণ বাবুকে ধাক্কা মারে। এরপর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যায় পিকআপ ভ্যানটি। ঘটনার সময় লদণ বাবু রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করলেও গাড়ির চালক ও খালাসি পলাতক। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই রাস্তা দিয়ে নিত্যদিন দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচল করে, যার কারণে বর্তমানে ওই রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষদের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। তাই প্রশাসন যদি এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা এলাকার দুটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই বিধানসভা এলাকার অধিকাংশ মানুষ উলুবেড়িয়া কিংবা বাগনানের উপর নির্ভরশীল। শ্যামপুর এক ব্লকের কমলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল এবং শ্যামপুর দুই ব্লকের ঝুমঝুমি হাসপাতাল গ্রামের একেবারে প্রান্তে। বাগনান-শ্যামপুর কিংবা উলুবেড়িয়া-শ্যামপুর রোডের ধারে না হওয়ার জন্য চিকিৎসার পরিকল্পনায় অনেকটাই গ্যাপ রয়েছে বলে মনে করেন শ্যামপুরবাসী। কিন্তু চটজলদি চিকিৎসা পরিষেবা পেলে অনেক প্রান্তিক মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে। তাই সরকারি উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রের মতো সুবিধা বিশেষ সহায়ক এই বিধানসভার মানুষের। এবার সেই দিকটি মাথায় রেখে সমস্যা মেটাতে এল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র। শনিবার শীততাপনিয়ন্ত্রিতৎ এই চিকিৎসা যানের উদ্বোধন করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল।

উখড়ায় তিন দিনের নাট্যমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: উখরা কেবি হাইস্কুলের মুক্ত মঞ্চে সূচনা হল তিন দিনের নাট্যমেলার। 'থিয়েটার নবোদয়' সংস্থার ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে নাট্যমেলার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উখড়া পুলিশ আউট পোস্টের আইসি শিউলি মণ্ডল, সমাজকর্মী স্বর্ণালী দে-সহ অন্যান্যরা। প্রথম দিন শিশু-কিশোর নাটক 'কলম' 'ময়ূরাক্ষী' ও 'সোনার কুড়ুল' নামে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। তিনদিনে মোট ৯টি নাটক মঞ্চস্থ হবে।

ঝাড়গ্রামের বেলিয়াগুড়িতে পুলিশের 'সহায় ক্যাম্প'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার চিচিড়ার বেলিয়াগুড়ি গ্রামের সকালটা অন্য দিনের মতো ছিল না। গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে যখন পুলিশের গাড়ি ঢুকল, তখন আতঙ্ক নয়, উৎসুক ভিড় এগিয়ে এল দেখতে। পুলিশের উপস্থিতি মানেই ভয়, এই ধারণা ভেঙে এবার পুলিশ পৌঁছেছিল অন্য বার্তা নিয়ে। মানবিকতা, সুরক্ষা এবং আইনি সচেতনতার সেই মিশেলেই শনিবার আয়োজন করা হল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং জামবনি থানার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় 'সহায় ক্যাম্প'। মঞ্চে একের পর এক সচেতনতা আলোচনায় উঠে আসে বাল্যবিবাহ রোধ, সাইবার প্রতারণা, ট্র্যাফিক আইন, নারীর নিরাপত্তা, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ সহ বিভিন্ন আইনি বিষয়। পুলিশের বক্তব্য স্পষ্ট, আইন কেবল দণ্ডের ভাষা নয়, সমাজকে সঠিক পথে চালানোর দিশা। আইনি বার্তার মধ্যেই শুরু হয় শীতবস্ত্র বিতরণ। গ্রামের আড়াইশো পরিবারের হাতে কম্বল ও শীতবস্ত্র তুলে দেন উপস্থিত পুলিশকর্তারা। তাঁরা বলেন, কেবল আইন বোঝানোই নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোও পুলিশের দায়িত্ব। শীতবস্ত্র হাতে পেয়ে খুশিতে লাফিয়ে ওঠে অনেক শিশু। তাঁদের হাসিতে যেন পুরো অনুষ্ঠানটা অন্য মাত্রা পেল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামীম বিশ্বাস, জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিক, চিচিড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমেষ প্রামাণিক-সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।

রাস্তা-জল না পেলে ভোট বয়কটের ডাক খান্দরাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: জলের কল তো আছে, কিন্তু সে কলে পড়ে না জল। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দিতে জায়গায় ব্লক ও পঞ্চায়েত প্রশাসনের তরফে বসানো হয়েছিল জলের পাইপ লাইন ও কল। কিন্তু আজও সে কলে জল এলো না, এমনটাই অভিযোগ অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিদুলি গ্রামের তিলিপাড়ার শতাধিক বাসিন্দার। এলাকায় প্রায় শ'পাঁচেক লোকের বসবাস। বিগত দু'বছর ধরে এলাকায় আসছে না পানীয় জল, রাস্তাঘাটের অবস্থাও করুন। এমতাবস্থায় চরম সমস্যায় এলাকার মানুষজন। তাই আর শনিবার একপ্রকার অসহায় হয়েই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখান এলাকার মহিলা ও পুরুষরা। বিক্ষোভরত এক মহিলা জানান, বিগত পঞ্চায়েত ভোটের আগে শাসকদলের লোকজন এসে এলাকার মানুষদের আশ্বস্ত করেছিল, ভোট পেরোলেই তাঁদের এলাকায় জল আসবে, রাস্তাঘাটের সংস্কার হবে। কিন্তু শাসকদল জিতলেও এলাকার অভাব পূরণ হয়নি। নেতারাও ডুমুরের ফুল হয়ে গেছেন। তাই রাস্তা এবং জল কষ্ট না দূর হলে আগামী ২৬-এর বিধানসভা ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খান্দরার বাসিন্দারা। অন্যদিকে এই বিষয়ে খান্দরা পঞ্চায়েতের প্রধানের খোঁজ করা হলে জানা যায় তিনি পঞ্চায়েতের কাজে কোনও ট্রেনিংয়ে গেছেন, উপপ্রধানকে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

মেস থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মেস থেকে পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়া সদর থানার কালপাথর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃতের নাম রাহুল মাজি। শুক্রবার বিকালে স্থানীয় একটি মেস থেকে ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছে মৃতের পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার কালপাথর এলাকায় থাকা সরকারি পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাহুল মাজি প্রথম থেকে কলেজ লাগোয়া একটি মেসে থেকে পড়াশোনা করতো। শুক্রবার মেসের অন্যান্য পড়ুয়ারা বিষ্ণুপুরকে জি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষা দিতে গেলেও, অজানা কারণে রাহুল পরীক্ষা দিতে যায়নি। মেসে সে একাই ছিল। ওইদিন বিকালের দিকে মেসের মালিক স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে বাড়িতে গিয়ে মেসের জানালা খুলে দেখেন রাহুল মাজির দেহ সিলিং থেকে ঝুলছে। তড়িঘড়ি তার দেহ নামিয়ে আনেন মেসের মালিক। ততক্ষণে ওই পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। পরে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। এদিকে ছেলের এই মর্মান্তিক রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আসল ঘটনা সামনে আনার দাবিতে সরব হয়েছেন মৃত পড়ুয়ার পরিবারের লোকজন।

মেমারিতে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: তাজা বোমা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির নুদিপুর এলাকায়। নুদিপুর এলাকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া চায়ের দোকানের পিছনের ফাঁকা মাঠ থেকে বোমা উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জায়গাটিকে ঘিরে রাখে। একটি বস্তার ভেতর বেশ কয়েকটি বোমা উদ্ধার হয়। কে বা কারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে বোমাগুলি রেখে গিয়েছিল সেই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কেউ কিছুই জানাতে পারেনি। পুলিশ খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থল জায়গাটিকে ঘিরে দেয়। খবর দেওয়া হয় বোম্ব ডিসপোজল স্কোয়ার্ডকে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সকালে এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক ওই বন্ধ থাকা চায়ের দোকানের সামনে আড্ডা মারতে যায়। সেই সময় একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। কৌতূহলবসত ওই বস্তার ভেতর কি আছে তা দেখার চেষ্টা করেন। তখনই তারা উঁকি মেরে বস্তার ভেতরে বোমা জাতীয় বস্তু দেখতে পান।

বাউল আঙ্গিকের বিশেষ কর্মশালা বর্ধমানে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটির গান বাউল। এই বাউল গানকে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে একদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারে। আয়োজক ছিল মণিকর্নিকা, সহযোগিতায় বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংগীত শিল্পী মনিদীপা মজুমদার এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মণ্ডল, বঙ্গভূষণ প্রাপক পশ্চিমবঙ্গ বাউল একাডেমির সভাপতি ও স্বনামধন্য বেতার শিল্পী কার্তিক দাস বাউল, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কাশীনাথ গাঙ্গুলী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষেরা।

এ বিষয়ে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'রাজ্য সরকার বরাবরই বাউল শিল্পীদের এবং লোকো শিল্পীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বাউল গান হলো প্রাণের গান। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বরাবরই এইরকম ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা হয় অথবা যারা এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করে তাদের পাশে থাকে।' এই বিষয়ে বিশিষ্ট বাউল শিল্পী কার্তিক দাস বাউল তিনি বলেন, 'বর্তমান প্রজন্মে বাউল গান আগের মতোই জনপ্রিয় আছে মানুষের কাছে। তবে কিছু বাউল শিল্পীদের জন্য এই বাউল ঘরানাটা অল্পবিস্তর সমস্যার কারণে মধ্যে পড়ে। তবে বাউল হল মাটির গান আর মাটির গান মন এবং জীবনের সাথে মিশে থাকে।' আজ এর এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ নিতে আসা যমুনা চ্যাটার্জি, বৃতি মল্লিক, কাজল দেবী, শুক্লা গাঙ্গুলী তারা বলেন, 'এই ধরনের কর্মশালায় প্রশিক্ষণ নিতে আসতে পেরে খুবই উপকৃত হয়েছি। ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মশালা যাতে আরও হয় তাহলে উপকৃত হব।' প্রশিক্ষিত মনিদীপা মজুমদার জানান, 'সকলের প্রচেষ্টাতে আজকের এই কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এদিনের কর্মশালায় শ্যামাপদ চৌধুরীর আবেগময় সঞ্চালনায় এক নতুন রূপ পায়।'

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৫ (১)(এ) দেখুন]

ইন দ্য ডেটস্ রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অ্যাট কলকাতা
৯ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৭ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ডায়েরি নং ৯০৭/২০২৫।
রেগুলার অ্যাপিল নং ______ অফ ২০২৫।
কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড ... আপিলকারী
বনাম
মেসার্স তানভি এন্টারপ্রাইজেস ও অন্যান্য ... উত্তরদাতা(গণ)

প্রতি
২। শ্রী ম্যান্ডেলা সত্য নারায়ণ মূর্তি, পিতা- শ্রী ম্যান্ডেলা টাটা রাও, ফ্ল্যাট নং ২০৭, গোদাবরী অ্যাপার্টমেন্টস, রমন্থাপুর, আম্বারপেট, হায়দ্রাবাদ-এর বাসিন্দা।

সমন

১। যেহেতু আপিলকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৮-এর অধীনে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১১, হায়দ্রাবাদ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য প্রতিকার চেয়ে আপিল করেছেন। এতদ্বারা আপনাকে সমন জারি করা হচ্ছে যে, আপনি যেন ০১.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বা ট্রাইব্যুনালের সুবিধানুযায়ী অবিলম্বে তার পরে, এই ট্রাইব্যুনালের সামনে দাবিটির উত্তর দেওয়ার জন্য উপস্থিত হন এবং লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন।
২। যদি আপনি কোনো নথি দাখিল করতে চান, তবে আপনি লিখিত বক্তব্যের সাথে একটি তালিকা সহ সেইগুলি দাখিল করতে পারেন।
৩। আপনি যখন ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত কোনো উকিল/অ্যাডভোকেট দ্বারা উপস্থিত হবেন, তখন আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা এবং উপস্থিতির একটি মেমো দাখিল করতে হবে।
৪। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, উপরে উল্লিখিত তারিখে আপনার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, আপনার অনুপস্থিতিতেই কার্যধারা শোনা হবে এবং নিস্পত্তি করা হবে।
২০২৫ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দ্বারা প্রদত্ত হলো।

সমন জারির জন্য
অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

SBI
হোম লোন সেন্টার কলকাতা
'অভনী হাইট', ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২০।
অবস্থান- মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন- রবীন্দ্র সদন,
এক্সাইড বিল্ডিং-এর কাছে। ই-মেইল: sbi.04490@sbi.co.in
SBI CAR BAZAR
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী সঞ্জয় কুমার, মো- ৮৯১০৪৯২৩০২, ই-মেল: sbi.04490@sbi.co.in

আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী
বাজেয়াপ্ত এবং বিক্রয়কৃত যানবাহনের বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট -১)

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ০১.১২.২০২৫
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: 'আগ্রহী দরদাতাগণ ২৯.১১.২০২৫ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপলোড হওয়ার পরেই কেবল দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি'র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে যেকোনো শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৬.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১-০০টা থেকে দুপুর ০২-০০টা পর্যন্ত

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথিকেটেড/বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে যার **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"-র** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০১.১২.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারকে প্রদেয় বকেয়া (যদি থাকে) এবং এর উপর সুদ ও খরচ এবং অন্যান্য ব্যয় ইত্যাদি, সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত যা কিছু পুনরুদ্ধার হয়েছে (যদি থাকে), তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট/ বিড ইনক্রিমেন্ট পরিমাণ	রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং
প্রস্তুতকারক ও মডেল: স্কোডা স্লাভিয়া অ্যাম্বিশন ১.০ টিএসআই এমটি পেট্রোল **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২৬০১৯১০৭৫৪ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB-08R-1696 **ইঞ্জিন নং:** DTB129740 **চেসিস নং:** MEXBPDPB8PG006513 **মালিক:** প্রয়াত সুজয় সাহা **তৈরির বছর:** ২০২৪	**৭,৫৭,০০০/- টাকা জিএসটি** সহ, যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৭৫,৭০০/- টাকা।** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- ১,০০০/- টাকা।	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন , ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১**
প্রস্তুতকারক ও মডেল: স্কোডা ভিডব্লিউ ভেন্টো টিএসআই এটি হাইলাইন প্লাস **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২০৬৬১৬৫২৯৪ **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB-20BS-9649 **ইঞ্জিন নং :** DSH033575 **চেসিস নং:** MEXG21604MT152199 **মালিক:** শ্রীমতী অনিতা সিকদার **তৈরির বছর:** ২০২৩	**৭,৫২,০০০/- টাকা জিএসটি** সহ, যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৭৫,২০০/- টাকা।** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- ১,০০০/- টাকা।	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন , ফোন নং - **৯১৬৩০০৬১৩১।**

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, https://www.baanknet.com-এর লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২৩.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মায়ের থেকে ছেলের বয়স ১১ বছর বেশি!
সামাজিক মাধ্যমে সরব শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: মায়ের থেকে ছেলের বয়স ১১ বছর বেশি। সামাজিক মাধ্যমে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে যাঁকে নিয়ে এমন পোস্ট, গাইঘাটার দেরি গোপালপুরের বাসিন্দা আব্দুল মজিদ শেখের বাড়ি গিয়ে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। আব্দুলের ছেলের দাবি, 'দাদুর দ্বিতীয় বিয়ে থাকার কারণে এই বয়সের সমস্যা।'

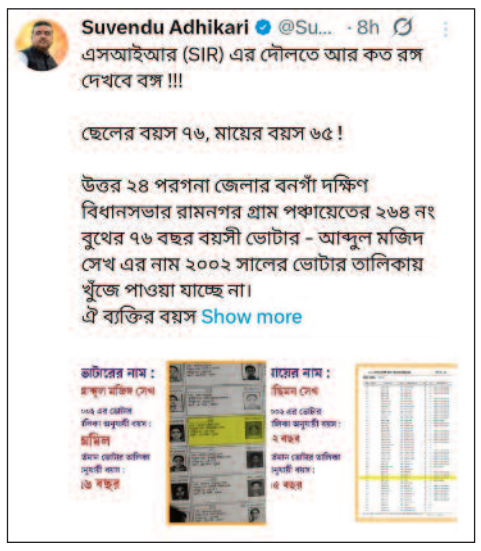

উল্লেখ্য, মায়ের থেকে ছেলের বয়স ১১ বছর বেশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে ভোটার তালিকা নাম-সহ পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, ''উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৪ নং বুথের ৭৬ বছর বয়সি ভোটার আব্দুল মজিদ শেখ-এর নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই ব্যক্তির বয়স বর্তমান ভোটার তালিকা (সিরিয়াল নম্বর ৩১৪) অনুযায়ী ৭৬ বছর, তাহলে ২০০২ সালের এসআইআর এসআইআর-এর সময় উনি প্রাপ্ত বয়স্ক ও হিসেবে মতো বেশ কয়েকবার ভোট দিয়ে দেওয়ার কথা। ওনার নাম তখনকার তালিকায় থাকা উচিত, কিন্তু তা নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো (যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে আর কোনও কিছুতেই আশ্চর্য লাগে না), যে উনি যাকে 'মা' বলে চিহ্নিত করছেন, অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসবা বিধানসভার ৫৫ নাম্বার বুথের ৪০১ সিরিয়াল নম্বরের 'যছিমন শেখ' কে, ওনার ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী বয়স হল ৪২ বছর। তাহলে বর্তমানে ২৩ বছর পর, ২০২৫ সালে মায়ের বর্তমান বয়স গিয়ে দাঁড়ালো ৬৫ বছর। এদিকে ছেলের বর্তমান বয়স হলো ৭৬ বছর, অর্থাৎ মা হলেন গিয়ে ছেলের থেকে থেকে ১১ বছরের ছোট! জানা যাচ্ছে যে উক্ত ব্যক্তির ৩ ছেলেও নাকি এই ভদ্রমহিলাকে ঠাকুমা সাজিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম জমা দিয়েছে। এরকম নিদর্শন বর্তমানে দিকে দিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কে কাকে বাবা মা সাজাচ্ছে, কে শশুর কে বাবা সাজিয়েছে, এরকম অনেক তথ্য সামনে আসছে। সঠিকভাবে এসআইআর-এর কাজ সম্পন্ন হলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কমে যাবে ও জনবিন্যাস সংশোধিত হবেই...এই অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, আমি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করবো এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।" এই প্রসঙ্গে খোঁজ করতে আব্দুল মজিদ শেখের বাড়িতে গিয়ে জানা গিয়েছে, আব্দুল মজিদ শেখের নিজের মা মারা যাওয়ার পর পরবর্তীতে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাই ভোটার তালিকা হয়তো বয়স কম থাকতে পারে। এদিন আব্দুল মজিদ শেখ বাড়িতে না থাকলেও তার ছোট ছেলে ছাব্বির হোসেন শেখ এমনটাই জানিয়েছেন। আরও জানা গিয়েছে, আব্দুল মজিদ শেখ কর্মসূত্রে বসিরহাটের একটি মাদ্রাসায় থাকেন মাঝেমধ্যেই আসেন এই বাড়িতে। এই নিয়ে রামনগর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান আরতি খাঁ জানান, 'দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এখানে বসবাস করেন আব্দুল মজিদ শেখ। বয়সের যে সমস্যা সেটা আমরা বলতে পারবো না। নির্বাচন কমিশন বিষয়টা দেখুক।'

কোন্নগরের বিএলও-কে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এনিউমারেশন ফর্ম বিলি করার সময়ে আচমকাই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিএলও তপতী বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানান, তপতীর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। এরপরেই তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কোন্নগরের বিএলও তপতী বিশ্বাস। পরিবারের অভিযোগ, কাজের চাপেই তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শুক্রবার তাঁকে ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। গোটা ঘটনার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান তপতীর দেওর প্রদীপ বিশ্বাস। এদিন তপতীর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবরকমভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। এর পরেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তপতীর স্বামী ছবি বিশ্বাসের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের এক আধিকারিক। তপতী কোন্নগরের নবগ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পেশায় তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত দেওর প্রদীপ বিশ্বাস বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। তিনি সবরকম ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।' তপতীর সুগার বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদীপ। এসআইআর শুরুর পর থেকেই কাজের চাপ নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিএলও-দের একাংশ। গত এক মাসে বাংলায় একাধিক বুথ লেভেল অফিসারের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর স্থগিতের আবেদন জানিয়ে কমিশনকে চিঠিও লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাটিয়া: অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার ক্ষতবিক্ষত গলাকাটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার মাটিয়া থানার পুলিশের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার শ্রীনগর মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাংবেরিয়া ধানকল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, অজ্ঞাত পরিচয় আনুমানিক বছর ৫২-এর এক গৃহবধূর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে শনিবার দুপুর পর্যন্ত তাঁর কোনও নাম পরিচয় জানা যায়নি। ওই মহিলার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন এমনকি মাথায় কোপের দাগ রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাইরে থেকে খুন করে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। মহিলার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তাঁর নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই মহিলার দেহ কোথা থেকে এলো, কেন এলো এবং কিভাবে এলো সবটা জানতে ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে মাটিয়া থানার পুলিশ।

পর্যটকদের সুরক্ষায় টাকিতে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে টাকিতে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর-সহ তিনটি দপ্তরের বিশেষ অভিযান শুরু হল। শীত পড়তেই সীমান্ত শহর টাকির পর্যটন কেন্দ্র জমে উঠেছে। সেখানে আসা পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সরকারি উদ্যোগে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত শহর টাকি পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে একাধিক হোটেল, গেস্ট হাউস এবং লজ। যেখানে সারা বছরই কমবেশি পর্যটক আসেন এবং থাকেন। শীতের মরশুমে সংখ্যাটা অনেকটাই বাড়ে। পর্যটকদের শারীরিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে বসিরহাট খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ অপরাজিতা মজুমদার, বসিরহাট ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক পাভেল দত্ত, বসিরহাট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিক সোমনাথ মৈত্র, ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে, সকলের যৌথ উদ্যোগে পর্যটকদের সুষ্ঠু পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই তিনটি দপ্তরের মিলিত প্রয়াসে টাকি রাজবাড়ি ঘাটের আশেপাশের ছোট বড় সব দোকান, রেস্টুরেন্টে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১৫টির বেশি বড় গেস্ট হাউস, হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট ও ছোট ছোট সমস্ত খাবারের দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়। সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয় সমস্ত খাবারের গুণমান থেকে খাবারের দাম, ক্রেতাকে দেওয়া বিল, খাবারের ব্যবহৃত উপাদান থেকে মেনু কার্ডে থাকা সঠিক দাম, উপযুক্ত ফুড লাইসেন্স থেকে শুরু করে যাবতীয় নথি। বিশেষ করে প্রতিটি দোকানে খাবারের মশলাপাতি এবং বিষাক্ত রং আছে কিনা? তেল ভালো কিনা? তা হাতে-কলমে পরীক্ষা করছেন আধিকারিকরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দপ্তরগুলির ক্রমাগত নজরদারি ও সচেতনতার পর যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বৈধ নথি পাওয়া যাইনি তাদেরকে আইনি নোটিশ ধরানো হয়েছে। কিছু জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য দ্রব্য পাওয়ার পর তা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করা হচ্ছে। এই যৌথ অভিযানের ফলে আগামীতে পর্যটকেরা আনেক স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে বলেই দাবি দপ্তরের আধিকারিকদের। সবমিলিয়ে সীমান্ত শহর টাকি পর্যটন কেন্দ্রের আগত পর্যটকদের সুস্থতার কথা মাথায় রেখে এই বিশেষ পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের সুস্থতার কথা মাথায় রেখে এভাবেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আধিকারিকদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জানানো হয়েছে।

নতুন রাস্তা পাচ্ছেন ছোট জাগুলিয়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দীর্ঘদিন ধরে হাটু জলের মধ্যে দিয়ে স্কুলে যেতে হতো। ভারী বৃষ্টি হলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসাই বন্ধ হয়ে যেত। এবার সেই সমস্যা চিরতরে দূর হতে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে ২৩ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রগতি সংঘ ক্লাব থেকে শিবতলা পর্যন্ত ভায়া বামনগাছি ভোলানাথ হাই স্কুল এই ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজ শেষ হলে কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী সহ এলাকার কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবে বলেই দাবি স্থানীয়দের। দীর্ঘদিনের এই জল সমস্যার সমাধান হতে চলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব্যানার টানিয়েছেন এলাকার মানুষ। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী জানান, 'সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যেত, সমস্যায় পড়তে হতো ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এলাকার মানুষেরাও সমস্যায় পড়তেন। বিষয়টি জানার পরেই উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য লাগাতার কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরই আর্থিক সাহায্যে ঢাইল রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।'

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু পাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নতুন বছরের শুরুতেই ছিল বিয়ের তারিখ। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে পাত্রীর সাথে 'প্রি-ওয়েডিং' ফোটোশুটের কাজ। তবে চার হাত আর এক হলো না! পথদুর্ঘটনা কেড়ে নিল একটি তরতাজা প্রাণ। ঘটনায় শোকের ছায়া মৃতের পরিবার ও পাত্রীর বাড়িতেও। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অরূপ সরকার (২৭)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত আত্রেয়ী কলোনি এলাকায়। তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। মোটর বাইকে করে মালদা থেকে বাড়িতে ফেরার সময় গঙ্গারামপুর ব্লকের গোচিয়ার এলাকায় একটি চারচাকা গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে অরূপের। এর ফলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হয়ে পড়েন অরূপ। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তাকে চিকিৎসার জন্য গঙ্গারামপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয়দের তরফে। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানায়। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

ট্রাক্টর এবং অ্যাম্বুল্যান্সের সংঘর্ষে মৃত এক মহিলা, জখম ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ট্রাক্টর এবং অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মহিলার। পাশাপাশি এই পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা ছয় জন যাত্রী। দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা অসুস্থ গর্ববতী মহিলার পেটের সন্তানটিও। শনিবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার কুতুবগঞ্জ এলাকার মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়কে। দুর্ঘটনার পর ওই সড়কে যান চলাচলে ব্যাহত হয়। পরে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম রাবিয়া বিবি (৩৫)। পাশাপাশি এই পথ দুর্ঘটনায় আহত গর্ভবতী মহিলা বিউটি খাতুনের পেটের সন্তানটিও মারা যায়। অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগী-সহ মোট ৬ জন জখম হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত ও আহতদের বাড়ি রতুয়া থানার কুমারগঞ্জ এলাকায়। এদিন বিউটি খাতুন নামে ওই গর্ভবতী মহিলার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। তড়িঘড়ি তাঁর পরিবারের লোকেরা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে ওই প্রসূতি মহিলাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসছিলেন। কুতুবগঞ্জ এলাকায় ইঁট বোঝায় একটি একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া ভাবে এসে সামনাসামনি অ্যাম্বুল্যান্সটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গর্তে পড়ে যায়। তাতেই গুরুতর জখম হয় ওই অ্যাম্বুল্যান্সের চালক-সহ মোট ৬ জন। এরপর স্থানীয়রা এসে সকলকে উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। সেখানেই চিকিৎসকেরা একজনের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন। মৃত গৃহবধূর দাদা জহুর আলি বলেন, 'এই পথ দুর্ঘটনার পর গর্ভবতী বিউটি গুরুতর জখম হয়। কুমারগঞ্জ হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হলে যন্ত্রণায় ছটফট করে। কোনরকমে আমরা আবারও গাড়ি ভাড়া করে আহতদের মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করি। সেখানেই বিউটি খাতুনের গর্ভের সন্তানটি মারা গিয়েছে বলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়ে দেয়। ওই ট্রাক্টর চালকের অসাবধানতার কারণেই তরতাজা প্রাণ দুটি চলে গেল।' এই ঘটনার পর ওই ট্রাকর চালকের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। কুতুবগঞ্জ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকার রাজ্য সড়ক দিয়ে মাঝেমধ্যেই বেপরোয়া ভাবে ট্রাক্টর ও পণ্যবাহী লরি দাপিয়ে চলাচল করে। অথচ এখানে ট্রাফিক মোতায়েনের কোনও ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা হয় নি। এই কুতুবগঞ্জ এলাকার কিছুটা দূরত্বেই রাস্তার ধারে রয়েছে বাজার, হাট। প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ এই এলাকায় যাতায়াত করেন। ওই এলাকায় ট্রাফিক দাবির জানিয়েই এদিন প্রতিবাদ জানানো হয়। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ট্রক্টরটি আটক করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

শান্তিপুরে বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য নদিয়ার শান্তিপুরে। লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে অনুমান। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা। দমকল বাহিনী এবং স্থানীয়দের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। শুক্রবার মধ্যরাতে নদিয়ার শান্তিপুর বড় বাজারে ঘটে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রথমে নজরে আসে স্থানীয়দের, তড়িঘড়ি ফোন করা হয় দমকল বিভাগে, দমকলের কর্মীরা আসার আগেই আগুনের তীব্রতা ভয়ানক আকার নেয়। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আগুন। নিমিশে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায় বেশ কিছু অংশ। আলু, পেঁয়াজ-সহ বিভিন্ন পণ্য পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, পুলিশ আধিকারিকরা। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন দমকলের কর্মীরা। শান্তিপুর বড়বাজার একটি পুরাতন বাজার, যার অলিতে গলিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। ঠিক তেমনি বড় বাজারের মাছ বাজার লাগোয়া রয়েছে বেশ কয়েকটি আলু, পেঁয়াজ-সহ সবজি ব্যবসায়ীদের আস্তানা, মূলত সেই জায়গাগুলিতেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে আগুন যদি সঠিক সময় নিয়ন্ত্রণে না আসতো তাহলে ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা হতে পারত। যদিও দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

টোটো চালককে মারধর, প্রতিবাদে অবরোধ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের দুই টোটো চালক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই ঘটনায় কয়েক ঘন্টার জন্য আরামবাগ শহরের টোটো পরিসেবা ব্যাহত হয়। পুলিশি হস্তক্ষেপে টোটো পরিসেবা আবারও চালু হয়। টোটো চালক সাদ্দাম হোসেন ও টোটো চালক নজর আলির মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে দুই গোষ্ঠীর টোটো চালক ঘটনাস্থলে পৌছালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে আহত টোটো চালক নজরআলি গোষ্ঠীর টোটো চালকেরা আরামবাগের হাসপাতাল অবরোধ শুরু করে। ঘটনার সূত্রপাত, ই-রিক্সা ও টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার ফি কমানোর দাবিতে মাইকিং করাকে কেন্দ্র করে। আরামবাগ শহর তৃণমূল টোটো সংগঠনের সম্পাদক নজর আলি মাইকিং করছিলেন। জানা গেছে, রাজ্য সরকার টোটো ও ই রিক্সার রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্দিষ্ট ফি বেঁধে দিয়েছে। তৃণমূল সংগঠন সেই জন্য সরকারের নির্দিষ্ট ফি অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করার জন্য টোটো চালকদের আহ্বান জানান। কিন্তু টোটো চালক সাদ্দাম হোসেন সরকারের নির্দিষ্ট ফ্রী দিতে অস্বীকার করে নাকি আগামী সোমবার টোটো ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেই জন্য তৃণমূল টোটো চালকের পক্ষ থেকে নজর আলি মাইকিং করায় সাদ্দাম হোসেন ও তার লোকজন মারধর করে বলে অভিযোগ। মারধর করায় তৃণমূল টোটো সংগঠনের চালকেরা প্রতিবাদ করে এবং আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করতে বিলম্ব করায় টোটো চালকেরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে। হাসপাতাল মোড়ে পথঅবরোধ করে তারা। ঘটনার খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। এই বিষয়ে অভিযুক্ত সেখ সাদ্দাম হোসেন অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'ওনার সাথে আমার একটা ঝগড়া হয়েছিল স্টেশনের সামনে। আমি ওনার গায়ে হাত তুলিনি। উনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন। আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চক্রান্ত করা হচ্ছে।' অপরদিকে আরামবাগ শহর আইএনটিটিইউসির সভাপতি সফিকুল ইসলাম (লিল্টু) বলেন, 'আমাদের কর্মীকে মাধধর করা হয়। আমরা রাজ্য সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী টোটো ও ই রিক্সা চালানোর জন্য আহ্বান জানিয়ে মাইকিং করা হচ্ছিল। নজর আলি দায়িত্বে ছিলেন। ওকে মারধর করা হয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছি। দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।' সবমিলিয়ে আরামবাগ শহরে দুই টোটো গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে।

ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে কোপ, ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দাম্পত্য কলহের জেরে সাত সকালে ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে কোপালো স্বামী। ঘটনাটি ঘটে শনিবার অন্ডাল থানার অন্তর্গত হরিপুর বাজারে। ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা দুর্বৃত্ত স্বামীকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গে আহত পায়েল গোপের মা চায়না দাস জানান, তাঁর মেয়ে হরিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করে, যেটা তাঁর স্বামী পিন্টু গোপের পছন্দ ছিল না, সেই কারণেই স্বামী ও স্ত্রী'র মধ্যে নিত্যদিন অশান্তি চলতো। তারফলস্বরূপ এই কাণ্ড ঘটায় পিণ্টু।

প্রধান শিক্ষিকা না-আসায় তালা বন্ধ স্কুল!
সহ-শিক্ষিকাদের তৎপরতায় গাছতলায় পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: প্রধান শিক্ষিকা না আসায় তালা বন্ধ স্কুল। সহশিক্ষিকাদের তৎপরতায় গাছ তলায় বসেই চলছে পড়ুয়াদের পঠন পাঠন। চাপাবেড়িয়া কলোনি-২ জি এস এফ পি স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার কাছে স্কুল গেটের চাবি। আসেননি প্রধান শিক্ষিকা। তাই বন্ধ স্কুলের গেট। সহ-শিক্ষক শিক্ষিকারা গাছ তলায় ক্লাস করালেন ছাত্রছাত্রীদের। এই ঘটনার পর প্রধান শিক্ষিকাকে বদলির দাবি জানিয়েছেন ক্ষিপ্ত স্থানীয় অভিভাবকরা।

জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দীনবন্ধু নগরের চাপাবেড়িয়া কলোনি-২ জিএসএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সৌমি মণ্ডল। শনিবার সকালে তিনি আসেননি। স্কুল গেটের চাবি তাঁর কাছেই থাকে। কিন্তু স্কুলের গ্রুপে বা কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তিনি আসছেন না-সেটাও জানাননি। বেলা ১১টা বাজলেও খোলা হয়নি স্কুল গেট। কাজেই বাধ্য হয়ে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলের পাশের একটি বাড়ি থেকে একটি ত্রিপল এনে স্কুল মাঠের গাছ তলায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্লাস করালেন। শনিবার দিনটি শিক্ষা জগতে অত্যন্ত বেদনার বলে জানান শিক্ষক শিক্ষিকারা। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকার ব্যবহারও খারাপ। তিনি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন। তিনি এই স্কুলে থাকলে স্কুলের অধঃপতন হচ্ছে। প্রধান শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার দাবি তুলেছেন অভিভাবকরা।

জোরপূর্বক টাকা আদায়, গ্রেপ্তার ৩ বৃহন্নলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর, কোন্নগর এলাকায় বাড়িতে গিয়ে সদ্যোজাত পরিবারের কাছ থেকে জোরপূর্বক বিপুল অর্থ আদায়ের অভিযোগ আসতে থাকে। শুক্রবার এমনই একটি ঘটনা ঘটে উত্তরপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি আবাসনে। তারপরহ উত্তরপাড়া থানায় ফোন করে বৃহন্নলারা জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের অভিযোগ জানান এক দম্পতি। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হাজির হয় অন্য পক্ষ। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে বচসা, তার থেকে মারামারির সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসনের মানুষজন। পুলিশ এসে উত্তরপাড়া থানায় নিয়ে যায় তিন জন বৃহন্নলাকে। শনিবার থানা থেকে শ্রীরামপুর আদালতে পাঠানো হয় তাদের। রাত পর্যন্ত থানায় ভিড় করে থাকে দুই গোষ্ঠীর লোকজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও সিঙ্গুর থানায় ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছিল।

দিল্লি বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে দুই বছরের প্রস্তুতি

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর: দিল্লিতে পরিকল্পিত বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র হাতে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী, এই হামলার ছক তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ দু'বছর ধরে। শুধু তাই নয়, আত্মঘাতী জঙ্গি উমর মহম্মদের সহযোগী, চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকে জেরা করে জানা গিয়েছে, হামলার প্রস্তুতিতে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল।

মূলত বিস্ফোরক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে খরচ হয় এই কয়েক লক্ষ টাকা। আর উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের দায়িত্ব ছিল শাকিলের হাতে।

পাশাপাশি এনআইএ-এর তদন্তকারীরা এও জানান, তাঁদের হাতে যে তথ্য এসেছে সেই অনুসারে হরিয়ানার নুহ ও গুরুগ্রাম থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টাকায় ১৬ কুইন্টাল এনপিকে সার কেনা হয়। আর এই নুহ থেকেই সংগ্রহ করা হয় অন্যান্য বিস্ফোরক

উপাদান। ফরিদাবাদের বাজার থেকে কেনা হয় রিমোট ও অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রী। পাশাপাশি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট-সহ রাসায়নিক রাখার জন্য একটি ফ্রিজও কেনা হয়। রাসায়নিক ও সার প্রক্রিয়াজাতকরণের দায়িত্বে ছিল উমরের ঘাড়ে। আর উপকরণ সংগ্রহ ও সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিল মুজাম্মিল শাকিল। এই ঘটনায় এনআইএ ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে শ্রীনগর-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের অধিকাংশই কাশ্মীরের বাসিন্দা। মোট চারজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে, যার মধ্যে দুইজন মূল ষড়যন্ত্রী। এই ঘটনায় ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ও চলে আসে তদন্তকারীদের স্ক্যানারে।

শুধু তাই নয়, এই ঘটনার মাধ্যমে সামনে আসছে জইশ-ই-মহম্মদের ভয়ঙ্কর কৌশলও। চিকিৎসক ও শিক্ষিত মানুষদের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক বিস্তার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল তারা। পাশাপাশি, কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হয় বিস্ফোরক তৈরির প্রস্তুতিতে। আর এই নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ছিল কাশ্মীর থেকে হরিয়ানা, ফরিদাবাদ পর্যন্ত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দিল্লি বিস্ফোরণ ষড়যন্ত্র শুধু একটি হামলার পরিকল্পনা নয়, বরং এটি দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। শিক্ষিত পেশাজীবীদের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিস্তার নতুন মাত্রা যোগ করছে। এনআইএ-এর তদন্তে সামনে আসছে এমন সব তথ্য, যা প্রমাণ করছেসন্ত্রাসবাদ এখন আর শুধু সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরে 'হোয়াইট কলার টেরর'-এর ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। একইসঙ্গে এটাও বলতে হয় যে, এনআইএ-এর সফল অভিযান দেখায় যে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই শুধু সীমান্তে নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। আইএসআইএস থেকে নকশাল পর্যন্ত, এনআইএ প্রমাণ করেছে যে তারা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দেশের সবচেয়ে কার্যকর সংস্থা।

সাম্বায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে উড়ছে পাকিস্তানি ড্রোন

জম্মু, ২২ নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তের (আইবি) কাছে একটি গ্রামের উপর দিয়ে পাকিস্তানি ড্রোন উড়তে দেখা গেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ড্রোনটি উড়তে দেখা যায়। এই ঘটনার পর এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।শনিবার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে পাকিস্তানের চক ভুরা পোস্ট থেকে ড্রোনটি উড়ে আসতে দেখা যায়। এরপর কয়েক মিনিটের জন্য ড্রোনটি ঘাগওয়াল এলাকার রিগাল গ্রামের উপর দিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং তারপর সীমান্তের অন্য প্রান্তে ফিরে আসে। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রোনটি মাদক বা অস্ত্রের কোনও প্যাকেট ফেলেছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। শনিবার সকালেও নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে।

আগরতলায় টেকনো ইন্ডিয়ার নবনির্মিত অবকাঠামোর উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেকনো ইন্ডিয়ার মুকুটে নতুন পালক। বাংলার গণ্ডি ছড়িয়ে ত্রিপুরার বুকে পা রাখতে চলেছে তারা। সম্প্রতি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক মানিক সাহার উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয়ে গেল আগরতলা টেকনো ইন্ডিয়ার নলেজ ক্যাম্পাসের নবনির্মিত অবকাঠামোর, যা সে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করল। এদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার এমডি সত্যম রায়চৌধুরী, দিবাকর রায়, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর মানসী রায়চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-Tender Notice
The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIT No-07/ APAS/ GPGP/2025-26, Dated-20/11/2025, 08/APAS/ GPGP/ 2025-26,Dated-21/11/2025**, Last date of Bid Submission **17/12/2025** respectively upto **03.00 P.M.** For details visit website-https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

E-Tender Notice
The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIT No-04/APAS/ GPGP/2025-26, 05/APAS/ GPGP/2025-26, 06/ APAS/ GPGP/2025-26, Dated-20/11/2025,** Last date of Bid Submission **16/12/2025 respectively upto 04.00 P.M.** For details visit website-https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2284, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-118/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2283, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-117/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ময়দান

শেষবেলায় দুরন্ত কামব্যাক কুলদীপদের

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর: ইডেনের পিচ বিতর্ক থেকে বোধ হয় শিক্ষা নিয়েছে ভারতীয় দল। তাই বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়ার শহরে আর কোনও বায়নাক্কা তোলেনি। হয়তো সেই কারণেই গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই দেখা গেল এক আদর্শ ব্যালান্সড পিচ, যেখানে ব্যাটারদের রান তোলা যেমন সম্ভব, তেমনই সঠিক জায়গায় বল ফেলতে পারলে বোলাররাও সাফল্য পাচ্ছেন। যার ছাপ পাওয়া গেল দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোরকার্ডে- ২৪৭/৬।

গুয়াহাটিতে এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ আয়োজন হওয়ায় স্থানীয় দর্শকদের উত্তেজনা এবং আবেগ ছিল চরমে। প্রথম দিনের খেলা সেই উত্তেজনার মর্যাদা রাখল বলেই মনে করা হচ্ছে। ব্যাট-বলের লড়াইয়ে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেল। এই পিচে ভুল না-করলে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের ফেরানো কঠিন ছিল। আবার ভারতীয় বোলাররা তাঁদের ভুল করতে বাধ্যও করতে পেরেছেন। টসে এদিনও ভাগ্য সহায় হল না ভারতের। নেতৃত্ব শুভমন গিল থেকে গিয়ে ঋষভ পন্থের হাতে এলেও টসের ফল পরিবর্তন হল না। টস জিতে অজানা পিচে প্রথমে ব্যাট নেওয়াই বেছে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। শুরু থেকেই ঝুঁকি না নিয়ে সতর্ক খেলতে থাকেন দুই ওপেনার এডেন মার্করাম ও রায়ান রিকলটন। ধীর কিন্তু দৃঢ় সূচনায় প্রথম উইকেটে তাঁরা যোগ করেন ৮২ রান। প্রাথমিক ভাবে একবার মার্করামের দেওয়া সহজ ক্যাচ স্লিপে ফেলে দেন লোকেশ রাহুল। কিন্তু পরে ৩৮ রানে তাঁকে বুমরাহ ফিরিয়ে দেন। মার্করামের উইকেটের পর চা-বিরতি ঘোষণা হলে বিরতির পর তেমন স্থায়ী হতে পারেননি রিকলটনও (৩৫)। তাঁকে ফেরান কুলদীপ যাদব।

দুই ওপেনার আউট হওয়ার পর ইনিংস সামাল দিতে নামেন স্টাবস ও অধিনায়ক বাভুমা। সাবধানী ব্যাটিংয়ে তাঁরা ভারতীয় শিবিরকে যথেষ্ট চাপের মুখে ফেলেছিলেন। তৃতীয় উইকেটে ৮৪ রানের জুটি গড়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রবল লড়াইয়ের জায়গায় এনে দেন। সেই জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাডেজা। বাভুমাকে (৪১) আউট করে ভারতকে খেলায় ফিরিয়ে আনেন তিনি। অধিনায়ক হিসেবে এই দিনই বাভুমা পূর্ণ করেন ১০০০ টেস্ট রান। এরপর বেশি ক্ষণ টিকতে পারলেন না স্টাবসও। অর্ধশতক থেকে মাত্র এক রান দূরে কুলদীপের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি (৪৯)। পরে বেশি রান করতে পারেননি উইয়ান মুল্ডারও (১৩)। ৫ উইকেটে ২০১ রানে চাপে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখান থেকে ইনিংস সামলে তোলার দায়িত্ব নেন টনি ডি জোরজি এবং সেনুরান মুথুস্বামী। ছয় নম্বর উইকেটে ৪৫ রানের জুটি দলকে কিছুটা নিরাপত্তা দেয়। সেই জুটি ভাঙেন মহম্মদ সিরাজ। দিনের শেষে অপরাজিত রয়েছেন মুথুস্বামী (২৫) এবং কাইল ভেরেনে (১)।

প্রথম দুই সেশনে মাত্র একটি করে উইকেট তুলতে পারলেও শেষ সেশনে ছন্দ ফিরে পায় ভারতীয় বোলিং। কুলদীপ সবচেয়ে সফল হয়ে ৪৮ রানে ৩ উইকেট নেন। জাডেজা ৩০ রানে ১, বুমরাহ ৩৮ রানে ১ এবং দিনের শেষে সিরাজ পান ১ উইকেট, ৫৯ রান খরচ করে। ম্যাচ এখন তুল্যমূল্য জায়গায়। দ্বিতীয় দিনের শুরুই ম্যাচের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

টি-২০ বিশ্বকাপের আগে নতুন করে সেজে উঠছে ইডেন, বাড়তে চলেছে দর্শকাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ এই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতও টি২০ বিশ্বকাপের আয়োজক । স্বভাবতই বিশ্বকাপ ঘিরে বিসিসিআইও শুরু করে দিয়েছে প্রস্তুতি । এরইমধ্যে ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্সে এলো সুখবর । এর আগে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্সের চুক্তির মেয়াদ ছিলো ৯৯ বছরের যা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে । সভাপতি পদে বসার পরেই স্বয়ং সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী চিঠি দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীকে । সূত্রের খবর ১৫ বছরের লিজে আবার সিএবিকে ইডেন গার্ডেন্স দেওয়ার চিঠি ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছে বি সি রায় ক্লাব হাউসে। যা নিয়ে খুশির হাওয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের অন্দরে । বিশ্বকাপের আগে ইডেনের আসন সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে শুক্র ও শনিবার ইডেনে এসে অফিস বেয়ারার ও সদস্যদের সঙ্গে সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী বৈঠকও করেছে বলে সিএবি সূত্রে খবর । তবে সেনার তরফে লিজের শর্ত হিসেবে নির্মাণের আগে মাষ্টার প্ল্যান জমা দিয়ে জানাতে হবে বলে জানানো হয়েছে । ২০২৬ এর কুড়ি - ওভারের বিশ্বকাপের বল মাঠে গড়ানোর আগে বেশি আসন সংখ্যার নতুন করে সেজে ওঠা ইডেনকে দেখার অপেক্ষায়।

সাঁতারে ২৬টি সোনা জিতল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের গোটা দেশে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন প্যারা সাঁতারুরা। গত ১৫ থেকে ১৮ নভেম্বর হায়দরাবাদে আয়োজিত হয়েছিল ২৫ তম ন্যাশনাল প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ। তেলেঙ্গানা প্যারা স্পোর্টস সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের ৩০টি রাজ্য থেকে প্রায় ৩০০ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। হায়দরাবাদে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থানে শেষ করে বাংলা। মোট ৪৪টি পদক জেতেন বাংলার ক্রীড়াবিদরা। যার মধ্যে রয়েছে ২৬টি সোনা, ১০টি রুপো এবং ৮টি ব্রোঞ্জ পদক। বাংলার ৩০জন প্যারা আথলিট পদক জেতেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাহাঙ্গির মোল্লা, আলি ইমরান, প্রসেনজিৎ আদক, বুদ্ধদেব জানা, হার্দিক দাস, অরিজিৎ দাস। অন্যদিকে মহিলাদের মধ্যে সুফিয়া, অন্যাশা, অস্মিতা'রা উল্লেখযোগ্য।

অ্যাশেজে এগিয়ে গেল অজিরা

পার্থ, ২২ নভেম্বর: ১০৪ বছর পর মাত্র দু'দিনে শেষ হয়ে গেল অ্যাশেজের টেস্ট। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড লিড নিলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে ট্র্যাভিস হেডের দুরন্ত শতরানে জয় ছিনিয়ে নিল অস্ট্রেলিয়া। এদিন সকালে অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট চলে যাওয়ার পর ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও বিধ্বস্ত হন বেন স্টোকসরা। অস্ট্রেলিয়ার দুর্দান্ত বোলিংয়ে মাত্র ১৬৪ রানেই গুটিয়ে যায় তারা। পেসার গাস অ্যাটকিনসন করেন সর্বোচ্চ ৩৭ রান। অলি পোপ ৩৩, বেন ডাকেট ২৮ ও ব্রাইডন কার্স করেন ২০। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্কট বোল্যান্ড ৩৩ রানে নেন ৪ উইকেট। মিচেল স্টার্ক ও ব্রেন্ডন ডগেটের শিকার ৩টি করে। মোট ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা স্টার্ক।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইনিংসের শুরু থেকেই ঝড় তুললেন ট্র্যাভিস হেড। উপহার দিলেন বিস্ফোরক সেঞ্চুরি। যার সুবাদে পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ৮ উইকেটে জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। হেড-ঝড়ে ২০৫ রানের লক্ষ্য স্রেফ ২৮.২ ওভারে ছুঁয়ে ফেলে তারা। অস্ট্রেলিয়া রান তুলেছে ওভারপ্রতি ৭ করে, বাজবলের চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে। হেডের সেঞ্চুরিটি দ্রুততম। তাঁর ৮৩ বলের ইনিংসে ছিল ১৬টি চার ও ৪টি ছয়। মার্নাস লাবুশেন ৪৯ বলে করেন ৫১। ইংল্যান্ডের হয়ে দু'টি উইকেটই নেন ব্রাইডন কার্স।

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/242/2025 Dated 21.11.2025** under APAS fund (for efficient bidders for details visit **Website www.wbtenders.gov.in**.
Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria
Gram Panchayat

Serampore Girls College
NOTICE INVITING e-TENDER
Tender ID: 2025_DHE_941765_1, Organisation Chain: DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION/ Serampore Girls College. Website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** for Library books.
Sd/- Principal
Serampore Girls College, Serampore, Hooghly

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/৫৬, তারিখ: ১৯/১১/২০২৫। পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিড আহ্বান করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরির উপকরণ সরবরাহের জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি। সম্ভাব্য / প্রত্যাশিত সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; স্টোরের বর্ণনা; পরিমাণ; বকেয়া তারিখ; টেন্ডার মূল্য** নিম্নরূপ: **[৩২৭]; ৩১২৫২৫০৪সি;** ডব্লিউএজি-৯এইচসি লোকোমোটিভের জন্য হার্নেস্ট কেবলের সেট স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৬৪৬/ই অনুযায়ী; **টেন্ডার/নথি অনুসারে;** ০৫/১২/২০২৫; ₹ ০.০০। **[৩২৮]; ১৪২৫২৬৮৩;** ডব্লিউএজি-৯এইচসি -এর জন্য ফিটিং সেট ডিআরজি./স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০১২৫/ডি অনুযায়ী [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫%, আইটেম ক্যাটাগরি: স্বাভাবিক, মোট অনুমোদিত পিও মূল্যের পরিবর্তন: সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে;** ০৮/১২/২০২৫; ₹ ০.০০। **[৩২৯]; ১৪২৫২৭৪১সি;** এসবি১ এবং এসবি২-তে ভিসিবি/প্যান্টোগ্রাফের জন্য অক্সিলারি কন্টাক্টর ডিআরজি./এসপিইসি. নং সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০০৪০/সি [পরিমাণ সহনশীলতা (+/-): ৫%, আইটেম ক্যাটাগরি: স্বাভাবিক, মোট অনুমোদিত পিও মূল্যের পরিবর্তন: সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ]; **টেন্ডার/নথি অনুসারে;** ০৮/১২/২০২৫; ₹ **0.00**।
PR1/249 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়া
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/27/2025-26, Date: 21.11.2025 & (ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/28/2025-26 (SL- 1 to 6), Date: 21.11.2025. Fund: APAS.** Bid submission start date: **22.11.2025 at 11.00 AM.** Last date of Bid submission: **20.12.2025 up to 11.00 AM.** Date of opening: **22.12.2025 at 11.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/24/2025-26, dated 21.11.2025, (ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/25/2025-26, dated 21.11.2025 and iii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/26/2025-26, dated 21.11.2025, Fund: APAS.** Bid submission start date: **22.11.2025 at 09.00AM.** Last date of Bid submission: **20.12.2025 up to 11.00 AM.** Date of opening: **22.12.2025 at 11.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2282, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-116/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2281, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-115/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2280, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-114/25-26/SL-1 to 8,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2279, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-113/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2278, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-112/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2277, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-111/25-26/SL-1 to 14,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2276, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-110/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2275, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-109/25-26/SL-1 to 7,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2274, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-108/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2273, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-101/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2272, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-107/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2271, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-106/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2270, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-105/25-26/SL-1 to 2,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2269, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-104/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2268, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-103/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2267, Dt. 19/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ ULB/KPM/APAS/NIT-102/25-26/SL-1,** Last Date of Bid Submission **24/12/2025 at 12.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

বহুরূপে সম্মুখে তোমার...

ইশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের প্রথম জীবনে কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তাঁকে দেখা যায় কিনা এই প্রশ্ন নিরন্তর তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেত। নরেন্দ্রনাথের শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিকতা এবং ধ্যানের প্রতি ঝোঁক দেখতে পাই। শৈশবে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান অনুশীলন করতেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। যৌবনে কলেজে পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজের ধারণা ও মতবাদের দ্বারা গঠিত এবং প্রভাবিত হয়েছিল, অর্থাৎ এক ঈশ্বরের উপাসনা, মূর্তি-পূজা বর্জন ইত্যাদি।

সুদর্শন নন্দী

ঈশ্বর বা ভগবান নিয়ে মানুষের কৌতূহল অসীম। সেই সর্বশক্তিমানকে নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনাও ভিন্ন ভিন্ন। ঈশ্বর, ভগবান, দেবদেবী নিয়ে মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা অনন্ত কাল ধরেই। বেদে একদিকে যেমন এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলা আছে তেমনি আবার সেই বেদেও দেখি বিভিন্ন দেবতার স্তুতি।

এর উত্তর হল, এক ব্রহ্মশক্তিরই বিবিধ ও বিচিত্র বর্ণাঢ্য প্রকাশ এই দেবদেবীগণ। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সত্তা একই, কিন্তু গুণীজন বহু বলেন। দেবদেবীরাও ব্রহ্মদেহে একীভূত, তাঁদের পৃথক সত্বা বলে কোন কিছু নেই। মানুষের এই ভাবনাকে চালিত করে দীর্ঘদিনের সামাজিক সংস্কার, পারিবারিক সংস্কার, শিক্ষা দীক্ষা এবং অনুভূতি। বিভিন্ন মানুষ থেকে মনিষীর ভাবনায় ঈশ্বরের রূপ সবসময় একই যেমন নয় তেমনি তাঁকে লাভ করার পথটিও বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করেন। আধ্যাত্মিক নবজাগরণের পথিকৃৎ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এবং তাঁর মানস পুত্র তথা শিষ্য কর্মযোগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের চোখে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁর ব্যখ্যা সব জিজ্ঞাসার উত্তরের পথটি দেখিয়ে দেয়।

ইশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের প্রথম জীবনে কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তাঁকে দেখা যায় কিনা এই প্রশ্ন নিরন্তর তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেত। নরেন্দ্রনাথের শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিকতা এবং ধ্যানের প্রতি ঝোঁক দেখতে পাই। শৈশবে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান অনুশীলন করতেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ।

যৌবনে কলেজে পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজের ধারণা ও মতবাদের দ্বারা গঠিত এবং প্রভাবিত হয়েছিল, অর্থাৎ এক ঈশ্বরের উপাসনা, মূর্তি-পূজা বর্জন ইত্যাদি।

ব্রাহ্মসমাজের নিয়মিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করছিলেন, তাঁদের ধর্মীয় বক্তৃতা, দার্শনিক আলোচনা তাঁর তৃষ্ণা মেটাতে অক্ষম। তিনি এমন একজনের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন যার ব্যক্তিগত এবং সরাসরি ঈশ্বরকে দেখার অভিজ্ঞতা ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। তরুণ নরেন্দ্রনাথ মনে মনে প্রশ্ন নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষ্মস্যার, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?ক্ষ্ম

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রশ্নটি আংশিকভাবে উপেক্ষা করে বলেছিলেন-

আমার ছেলে, তোমার একটা যোগীর চোখ আছে। তোমার ধ্যান অনুশীলন করা উচিত।

নরেন্দ্রনাথ হতাশ হলেন। চোখের প্রশংসা পেতে তিনি সেখানে যাননি।

অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষকদের কাছে একই প্রশ্ন

নরেন্দ্রনাথ করেছিলেন।সর্বত্র তিনি হতাশা ছাড়া কিছুই পাননি।

ঈশ্বরের জন্য অনুসন্ধানে নরেন্দ্রনাথ ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন, যাতে তার সাহায্যে তিনিও ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে পারেন।

সেই সময় নরেন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্যরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন , কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে অনুভব করতে মরিয়া ছিলেন । ১৮৮২ সালের প্রথম দিকে, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে যান। সেখানেও খুব একটা আক্ষেপ না করে তিনি সরাসরি রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞেস করলেন-

আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

রামকৃষ্ণ শান্তভাবে হাসলেন, এবং তারপর কোন দ্বিধা ছাড়াই উত্তর দিলেন-

হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। আমি তোমাকে এখানে যেমন দেখি, আমি তাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাই, বরং আরও স্পষ্টভাবে। ঈশ্বরকে দেখা যায়। একজন তার সাথে কথা বলতে পারে। চাইলে তোমাকেও আমি দেখাতে পারি। কিন্তু কে ঈশ্বরের জন্য চিন্তা করে বল? মানুষ তার স্ত্রী, সন্তান, ধন-সম্পত্তির জন্য অশ্রু ঝরায়, কিন্তু ঈশ্বরের দর্শনের জন্য কে কাঁদে? যদি কেউ ঈশ্বরের জন্য আন্তরিকভাবে কাঁদে, তবে যে কেউ তাকে অবশ্যই দেখতে পাবে। সত্যি বলছি, তোমাকেও আমি দেখাতে পারি।

স্বাভাবিকভাবেই নরেন্দ্র চমকে উঠলেন। প্রথমবারের মতো, তিনি একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হলেন যিনি দাবি করলেন যে তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। প্রথমবার তিনি শুনলেন যে ঈশ্বরকে দেখা যায়। এটা ছিল নরেন্দ্রনাথের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আমরা জানি, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ সারা জীবন ঈশ্বরের কথা বলে গেছেন। তাঁর সেই হাতে গোনা কয়েকটি বছরের ঈশ্বরকথার বর্ণনা পাই কথামৃত গ্রন্থে। ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বাড়ি, ঘর, ছেলে পিলে ,এসব বাজিকরের ভেল্কি। বাজিকরই সত্য; তাঁর খেলা সব অনিত্য-স্বপ্নের মতো।

তিনি ভক্তদের বারবার বলেছেন- ঈশ্বরের স্বরূপ কি তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য , ঈশ্বরের নানা রূপ ও সত্য । ঈশ্বরে ব্যক্তি বোধও সত্য।

তাঁকে সাকাররূপে দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে হবে।

ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ সাকার নিরাকার নিয়ে আমেরিকায় বলেছিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না। বলেছিলেন, অধিকারীভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা হয়। সাকার পূজা কুসংস্কার নয় - মিথ্যা নয়, নিম্ন স্থানীয় সত্য।

তিনি আরও বললেন, ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানাভাবে প্রকাশ হন। হিন্দু এইটি বোঝেন। তিনি ঈশ্বর বলতে যা উপলব্ধি করেছেন তা এরকম- এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। এটা সত্য নয় যে এই জগৎ স্রোতে ভেসে চলছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করছ, ততক্ষণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না। অর্থাৎ, ঈশ্বর বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব যদি থাকে, তবে তাঁকে অনুভব করতে হবে। শুধুমাত্র অপরের কথায় চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা অনুচিত। বিজ্ঞান যেমন প্রমাণ সাপেক্ষ, আধ্যাত্মিকতাও তেমনই প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি তো ঈশ্বরকে দেখি নি। তাহলে আমি কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করব? বেদান্ত এর উত্তর দিয়েছে। বলেছে, তুমি নিজেকে খোঁজ। আমি কে? এর উত্তর যেদিন তুমি পাবে, তুমি বুঝবে, তত্বমসি। তুমিই সে।' বুঝবে, অহম্ ব্রহ্মাস্মি। আমিই সেই পরাৎপর ব্রহ্ম।

স্বামীজি বললেন, ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল; তাঁর সতর্ক দৃষ্টিতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বর আছেন এইটি নিশ্চয় করে বুঝতে হলে ইশ্বরকে অনুভব করতে হবে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন। নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠল এবং ঐ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে তিনি বললেন, ক্ষ্মতিনটি বিষয় পালন করতে নিরন্তর যত্নবান থাকতে হবে ; নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর ; নাম-নামী অভেদ জেনে সবসময় অনুরাগের সাথে নাম করবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সবসময় সাধু-ভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার এ কথা হৃদয়ে ধারণ করে ক্ষ্মসর্বজীবে দয়াক্ষ্ম (প্রকাশ করবে) ক্ষ্ম 'সর্ব জীবে দয়াদ পর্যন্ত বলেই তিনি হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন! কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য-দশায় ঠাকুর বলতে লাগলেন, ক্ষ্মজীবে দয়া ; জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয় ; শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !ক্ষ্ম

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনল বটে, কিন্তু এর গূঢ় মর্ম কেউই তখন বুঝতে ও ধারণা করতে পারল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পরে বাইরে এসে বলল, ক্ষ্মকি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম ! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলে প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সাথে সম্মিলিত করে কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকেই প্রদর্শন করলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করে বনে যেতে হবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হতে সবলে উৎপাটিত করে চিরকালের মতো দূরে নিক্ষেপ করতে হবে ; এই কথাই এতকাল শুনে এসেছি। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল ; বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে একে অবলম্বন করতে পারা যায়। ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সম্মুখে প্রকাশিত রয়েছেন।

তাঁর সেবাই ঈশ্বরের সেবা। ধ্বনিত হল, 'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর

সখে, এ সবার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। ; 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' মানুষ হল ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আধার। সেই মানবপূজাই হল ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পূজা।

বয়স আড়াইশো পেরিয়েছে

এখনও চির নবীন কলকাতা জিপিও

প্রদীপ মারিক

কেবল মাত্র কথায় নয় বাস্তবে ডাকঘর সারা দিন সারাটা বেলা সারা রাত খোলা থাকে। সকাল থেকে চলে চিঠি, পার্সেল, মানি অর্ডার বুকিংয়ের কাজ, আর সারা রাত জেগে সেই চিঠি দেশ বিদেশে পৌঁছে দেওয়ার কাজ। কোন চিঠি প্লেনে যাবে কোনটা ট্রেনে যাবে তা নিয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রত্যেকটা আলাদা ব্যাগে ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর কে নিয়ে কলকাতা শহরটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে ডিহি কলিকাতা নামটি থেকে কলকাতা বা কোলকাতা নামটির উৎপত্তি। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক জব চার্নককে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দিয়েছিলেন। ১৬৯০ সালের ২৪ শে আগস্ট ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা সদর কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জব চার্নক নামে এক ইংরেজ বণিক সুতানুটিতে উপস্থিত হন। কলিকাতা গ্রামে স্থানীয় লোকদের বসতি না থাকায়, এই গ্রামটি ইংরেজরা সহজেই দখল করে নিতে পারে। ১৬৯৬ সালে কোনোরূপ আইনি অধিকার ব্যাতি রেখেই বর্তমান জিপিও অঞ্চলে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু হয়। মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, এক সময়ে টেলিফোনও ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। প্রিয়জনের খবর পাওয়ার জন্য মানুষকে নির্ভর করতে হত সেই চিঠি তথা ডাকঘরের উপরেই। ডাকঘরে আসা ইনল্যান্ড লেটার, পোস্টকার্ড সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিতেন রানারেরা। কেমন ছিল তখনকার রানারদের পোশাক? কেমন ছিল তাঁদের সঙ্গে থাকা লণ্ঠন? রানারদের সঙ্গে থাকা এই সব সামগ্রী, তখনকার দিনের ডাক পিওনের বেল্ট, ব্যাজ এখনো সংরক্ষিত হয়ে আছে কলকাতা জিপিওতে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় কলকাতায় জিপিও বা জেনারেল পোস্ট অফিস তৈরি হয়। সালটা ১৭৭৪-এর ১৭ মার্চ। প্রথম পোস্টমাস্টার ছিলেন মিস্টার রেডফার্ন। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের কাছে কোথাও ছিল সেই ডাকঘর। পরে তা উঠে আসে চার্চ লেন ও হেস্টিংস স্ট্রিটের মাঝামাঝি। এই সময় পালকিতে ডাকের পুঁটুলি বহন করা হত। এ ব্যবস্থা বর্ষাকাল বাদে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চারমাস বাদে সারা বছর চালু থাকত। বর্তমান জিপিও-র নকশা করেছিলেন মিস্টার ওয়াল্টার বি গ্রেনভিল। নির্মাণে সহযোগিতা করেছিলেন ম্যাকিনটশ বার্ন। খরচ হয়েছিল প্রায় ছ' লক্ষ টাকা। বাড়িটি দোতলা, থামে করিন্থিয়ান নকশা। মাথায় বিশাল গম্বুজ। দক্ষিণদিক অর্ধচন্দ্রকার। ভেতরে পাক খাওয়া সিঁড়ি। শোনা যায় লর্ড ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলার কাছে পরাজিত হয়ে এর গায়ে লিখে দিয়েছিলেন পুরনো কেল্লার সীমানা। ওয়ারেন হেস্টিং-এর পর ডাক যোগাযোগের দায়িত্ব এসে পড়ে সেই অঞ্চলের জমিদারদের ওপর। এছাড়া ব্যবসায়ীরাও নিজেদের প্রয়োজনে নিজস্ব ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। একে বলা হত মহাজনী ডাক। রাজ রাজাদের বাড়ির ভেতরেই অনেকসময় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। এরপর লর্ড ওয়েলেসলি ডাক বিভাগের আরও নানা সংস্কার সাধন করেন। ১৭৯৮-৯৯ সালে কলকাতা জিপিওর ন'টি শাখা অফিস গড়ে ওঠে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর, নাটোর, কুমারখালি, রঘুনাথপুর, সিলেট ও রামুতে। ১৮৫৪ সালে সমন্বিত আধুনিক ডাকব্যবস্থার অধীনে দূরত্বভিত্তিক চিঠি পাঠানোর মাশুলের পরিবর্তে ওজনভিত্তিক মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ সময়ে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়। দ্রুত ডাক পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করা হয় এবং রেলওয়ে মেইল সার্ভিস (আরএমএস) চালু হয়। এ সময় প্রথম আধ আনা মূল্যের লালচে কমলা এবং এক আনা মূল্যের উজ্জ্বল নীল রঙের ডাকটিকিট চালু হয়। ১৮৫৬-৫৭ সালে প্রথম চিঠি ফেলার বাক্স বা লেটার বক্স চালু হয় এবং এই বাক্সের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনভার রানি ভিক্টোরিয়ার হাতে সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬১ সাল থেকে ৮৮৯টা ডাকঘর তৈরি হয়। ডিজিটাল যুগেও হারিয়ে যায়নি চিঠি লেখার অভ্যাস। তবে সে যুগের মত সে অনুভূতি আর নেই, শরতের আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা দিলেই ডাকপিয়নের অপেক্ষায় দরজার দিকে চেয়ে থাকা। সেই চিঠি যে বয়ে আনবে কলকাতা প্রবাসে থাকা মানুষটির ঘরে ফেরার সংবাদ, শারদোৎসবে বাড়ি ফেরার বার্তা, সঙ্গে থাকবে উপহার। খোকার জন্য নতুন কাপড়, খুকির ফ্রক, আর ভালোবাসার মানুষটির জন্য নতুন লাল পেড়ে তাঁতের শাড়ি, স্নো, আলতা, আরও কতকিছুর কথা। দীর্ঘ চার বছর ধরে জিপিও র বাড়িটা নির্মাণ হয়। নকশা করেছিলেন সেই সময়ে ব্রিটিশ ভারতের কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট ওয়াল্টার বি গ্রেনভিল। ইতিহাস বলছে, এই ভবনটি তৈরি করতে সেই সময়ে খরচ হয়েছিল সাড়ে ৬ লাখ টাকা। ভেতরে ঢুকলেই ব্রিটিশ আমলের ছোঁয়া। আসবাবপত্রে পুরাতনী স্পর্শ। কাঠের টেবিল, চেয়ার, দেওয়াল জোড়া রানারের সেই লণ্ঠন আর বর্শা। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ওপর প্রকাশিত স্ট্যাম্প, পুরনো মান্ধাতা আমলের লাল ওজন মেশিন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় বরং সিলিং থেকে নেমে আসা সেই লম্বা রড ওয়ালা পাখা। দেখতে দেখতে কেমন যেন ঘোর লেগে যায়। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে গোধূলি অবধি কলকাতা জিপিও-র অফিসপাড়া জেগে থাকে। তারপর রোদের তেজ একটু ঝিমোতেই এখানে ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। এই বড় পোস্ট অফিস এবং তার সামনের সিঁড়ি, ফুটপাথ জুড়ে জেগে ওঠা এই সংগ্রহ সামগ্রীর বাজারটি কিন্তু চমৎকার। জিপিও কে কেন্দ্র করে কয়েকশো পরিবারের পেটের ভাতের সংস্থান হয়ে যায়। ঠিক কবে থেকে এটি শুরু হয় তা নিয়ে বিভ্রান্তের মধ্যেও জনশ্রুতি আছে ৮০-র দশকের পর থেকে ধীরে ধীরে জমে ওঠে এই বাজার। জিপিওর ব্যস্ততা চিরদিনই। কত না পার্সেল, চিঠি, ইনল্যান্ড লেটার, পোস্টকার্ড, মানি অর্ডার আরও কত কি নিত্য বুকিং করতে বহু মানুষের আনাগোনা হয়। কিছু মানুষ আসতেন নতুন ডাক টিকিট সংগ্রহের জন্য। কোনও বিশেষ দিবস উপলক্ষে ডাক বিভাগ থেকে প্রকাশ পায় বিশেষ দিবস কভার বা 'ফার্স্ট ডে কভার', যেমন প্রকাশ পায় বিশেষ ডাকটিকিট। ফার্স্ট ডে কভার যে দিন প্রকাশ পাচ্ছে, শুধুমাত্র সেই দিনের জন্যই ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ প্রথম দিবস ছাপ বা ক্যানসেলেশন। এগুলি সংগ্রাহকদের কাছে ভীষণ মূল্যবান। ডাক বাবস্থা এখন আধুনিক। সমস্ত ব্যাংকিং পরিষেবা দেওয়া হয় ডাক ব্যাবস্থার মাধ্যমে। পোস্ট অফিসে এসে একসঙ্গে আরও অনেক কাজ সেরে ফেলা যায়। ডাকঘরে চালু হয়েছে কমন সার্ভিস সেন্টার। এই সার্ভিস সেন্টারে গেলে একজন সাধারণ গ্রাহককে অনেকগুলো পরিষেবা পায় এবং সময়ের ও সাশ্রয় হয়। ডাক বিভাগের মাধ্যমে ইলেকট্রিক বিল, মোবাইল রিচার্জ, আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরের সংযুক্তিকরণ, ট্রেনের টিকিট বুকিং, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের, পাসপোর্ট, আঁধার কার্ড নতুন এবং সংশোধন, জীবন প্রমাণপত্র নথি জমা দেওয়ার মতো সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পোস্ট অফিসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা জানিয়েছে ভারতের ডাক বিভাগ। একদিকে ঐতিহ্য অন্য দিকে আধুনিকতার প্রকৃত নিশান বহন করে চলেছে কলকাতা জিপিও আড়াইশো বছর ধরে। যেখানে কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীরাই নয় প্রায় শ পাঁচেক পরিবার জিপিওর চারপাশে ব্যবসা করে তাদের পেটের ভাতের সংস্থান করে চলেছে।